মোহামেডান স্পোর্টিং

সূচী-পত্র।

মোহামেডান স্পোর্টিং

কলিকাতার

মোহামেডান স্পোর্টিং

ক্লাবের ইতিহাস।

মেসোপোটেমিয়া ভ্রমণ, বসরার গোলাব, মীরজুমলার জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা—

মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুস্ সাত্তার

ও

হজরত শাহ জালাল, স্বপ্নের ঘোর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা—

মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল্ মালেক চৌধুরী

প্রণীত।

নিবেদন।

আজ কলিকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সমগ্র ভারতে সুপরিচিত—বিশেষ করিয়া সমস্ত মুসলিম-ভারতের ঘরে ঘরে আজ ইহার নাম জপ মালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবসন্ন ও "ইন-ফেরিওরেটী কমপ্লেক্স" গ্রস্ত (Inferiority Complex) ভারতীয় মুসলীম সমাজে আজ ইহা এক নব প্রেরণা এবং নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে—বঙ্গ-ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। আজ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক এই ক্লাবের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য উদগ্রীব। অথচ আজ পর্য্যন্ত ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ অথবা দেশের শক্তিমান লেখকবর্গ কেহই জন সাধারণের এই আগ্রহ পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিলেন না। বাধ্য হইয়া কলিকাতা হইতে শত শত মাইল দূরে শিলং শৈলে বসিয়াই মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ইতিবৃত্ত রচনার মত দুরূহ ও দুঃসাহসীক কাজ আমাদের দুর্ব্বল হস্তেই গ্রহণ করিলাম। ইহাতে দেশবাসীর অনুসন্ধিৎসা কথঞ্চিৎ চরিতার্থ হইলেও আমাদের শ্রম সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।

এই পুস্তক রচনায় বিভিন্ন সাময়িক পত্র বিশেষ করিয়া "হানাফী" সম্পাদক মৌলবী চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান সাহেবের নিকট হইতে যে মূল্যবান সাহায্য পাইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আরজ—ইতি

বিনীত—

শিলং।

সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুস্ সাত্তার।

মোহাম্মদ আবদুল মালেক চৌধুরী।

সূচী-পত্র।

আসাম সরকারের প্রধান মন্ত্রী

মোহামেডান্ স্পোর্টিং ক্লাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক

আসাম গৌরব

অনারেবল স্যার সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা

এম, এ, বি, এল,

সাহেবের করকমলে

শ্রদ্ধা ও সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

অনারেবল স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লা।

মোহামেডান স্পোর্টিংএর ইতিহাস

"প্রতি লোমকূপে জেগেছে জীবন
গৌরবে ভরে বুক
"মুসলিম দল" সারা ভারতের
উজল কোরেছে মুখ।
কঙ্কালে তারা জাগায়েছে প্রাণ।
জাগায়ে তুলেছে শব
আকাশ-বাতাসে ধ্বনিছে তাদের
বিপুল বিজয় রব"

ফুটবল খেলা এখন জাতীয় ক্রীড়ায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র ভারতে কলিকাতাই ফুটবল খেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কলিকাতার সঙ্ঘ-বদ্ধ ফুটবল খেলার ৩৯ বৎসরের ইতিহাসে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় টীমই জয়লাভ করিয়া চ্যাম্পিয়ান হইতে পারে নাই—আর ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর চ্যাম্পিয়ান হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্ড লাভ করাতো দূরের কথা। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবাসীর দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই, মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় ডিভিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রথম ডিভিশনে উঠিয়াই মোহামেডান স্পোর্টিং তাহা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। মাঠে এই যুগ প্রবর্ত্তকগণ যে অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে যদি মরনোন্মুখ সমাজ অনুপ্রেরণা পায় তাহা হইলে মুসলমানের প্রাণশক্তির অব্যাহত ধারায় সমগ্র প্রাচ্যের বুকে যৌবন-জল-তরঙ্গ আবার বহিয়া যাইতে কতক্ষণ!

১৯৩৪, ৩৫, ও ৩৬ সালে পর পর তিন বৎসর লীগ জয় করিয়া "মুসলীমদল" খেলার ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা মুসলীম সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন এবং সমগ্র ভারতবাসীর গৌরবের পাত্র হইয়াছেন। তদোপরি তাঁহারা গত বৎসর (১৯৩৬ইং) এক সঙ্গে লীগ ও আই, এফ, এ, শিল্ড লাভ করিয়া সমগ্র ভারতকে চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। আজ ইহা জাতী-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল টীম বলিয়া স্বীকৃত। অন্যের অনুগ্রহপ্রদত্ত কোন প্রকার বিশেষ সুবিধা লাভ না করিয়াও আপন শক্তিবলে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুক্ত প্রতিযোগীতায় (in open competition) মুসলিম সমাজ যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার ক্ষমতা রাখে বর্ত্তমান মোহামেডান স্পোর্টিংই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ফুটবলের জন্ম ইতিহাস।

"ফুটবল খেলার গোড়ার ইতিহাস এক রকম অজ্ঞাতের অন্ধকারে রহিয়া গিয়াছে কিন্তু ইংলণ্ডে এখনও এমন কয়েকজন লোক জীবিত আছেন যাঁরা বলিতে পারেন কিরূপে ক্রমশঃ ফুটবল একটি নিয়মিত খেলায় পরিণত হইয়া দাঁড়াইল এবং কিরূপে এই খেলার নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়া বর্ত্তমানে সমগ্র জগতের ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে এতখানি উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিল।

ইংলণ্ডের মিঃ স্যাণ্ডারসন নামক ৯০ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ আজও জীবিত আছেন। তিনি এই খেলার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন এবং প্রথম ফুটবল এসোসিয়েশন ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় তিনি যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিলেন। এই খেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইষ্টারের সময় প্রতি বুধবার দুপুরের খাওয়ার পর স্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলিত। তাহারা ত্রি প্রণালীতে

খেলিত, তাহার ইতিহাস ঐতিহাসিকেরা দিয়া যান নাই, কিন্তু তবুও ডারবির ইতিহাসের কোন স্থানে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, ২১৭ খৃষ্টাব্দেও এই খেলার অস্তিত্ব ছিল।

ফুটবল খেলার প্রথম প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। এই গুলির অনেকই একান্ত উদ্ভট ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য কাহিনীর মধ্যে এইরূপও শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইংলণ্ডের কোন প্রাচীন সহরে বিজিত জাতির ছিন্নমুণ্ড লইয়া রাস্তায় লাথি মারিয়া মারিয়া কন্দুক খেলা হইত। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে, ঐ ছিন্নমুণ্ড ছিল ডেনদিগের এবং প্রথমে যে-ফুটবল নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক ডেনদিগের মাথার আকৃতির মত ছিল। এই কাহিনীগুলি সত্য কি না তাহা বলা যায় না, কিন্তু বহু প্রাচীনকাল হইতে এই গল্প চলিয়া আসিতেছে।

একটা কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া ফুটবল খেলা বে-আইনী ছিল। বর্ত্তমানের ফুটবল খেলার বয়স ৭১ বৎসর। মিঃ স্যাণ্ডারসন বলেন, শেফিল্ডে আমি আমার পিতার গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এমন সময় একদল লোককে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়া তাহারা কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা উত্তর দিল—'ফুটবল ক্লাবের সাহায্যের জন্য খেলা-ধুলা দেখিতে যাইতেছি।' তখন আমার ফুটবল সম্বন্ধে কোন ধারনাই ছিল না, এমন কি আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও কাহারও এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না।"

"তারপর প্রায় দুই বৎসর পরে আমি একটি খেলা দেখি। এই খেলাটি কয়েকটি বয়স্ক ছেলের মধ্যে হইয়াছিল—ইহারা স্কুল ছাড়িয়া এইরূপ ঠিক করিয়াছিল যে, তাহারা ফুটবল খেলা ছাড়িবে না। এই ভাবে ইটনের এই ছেলেরা শেফিল্ডে এই খেলা প্রথম প্রবর্ত্তন করে এবং প্রথম 'শেফিল্ডক্লাব' গঠিত হয়—ইহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের কথা।"

ইহারাই লোকের মনে ফুটবল সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত করে এবং এই সময় কতকগুলি ক্লাবও স্থাপিত হয়, তাহার মধ্যে 'শেফিল্ড ক্লাব', 'পিট্‌স্‌মুর,' 'ব্রামহল' এবং 'এক্‌চেঞ্জ ক্লাব' সকলের চেয়ে পুরাতন। সে সময় নরফোক্কেও কয়েকটি ক্লাব ছিল এবং মিঃ স্যাণ্ডারসন তাহাদের হইয়া অনেকবার খেলিয়াছিলেন।

তখনকার দিনের খেলার বিচিত্র নিয়ম

লণ্ডনে 'অফ্‌সাইড' নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু শেফিল্ডের খেলোয়াড়গণ এইরূপ নিয়ম মানিয়া লইল না। তবে তাহারা লণ্ডন এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে খেলিতে রাজী হইয়াছিল। এই খেলায় এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে খেলার অর্দ্ধেক সময় অফ্‌সাইড' নিয়ম মানিয়া লওয়া হইবে এবং অপর-অর্দ্ধে এই নিয়ম মানিয়া চলা হইবে না। এই টুকু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে অর্দ্ধেক সময়ে 'অফ্‌সাইড' মানিয়া লইয়া খেলা হইয়াছিল, সেই সময় শেফিল্ড দল জয়লাভ করিয়াছিল এবং যে অর্দ্ধেক সময় এই নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই, সেই সময় লণ্ডনের ফুটবল এসোসিয়েশন জয়ী হইয়াছিল।

তখনকার দিনের গোল-রক্ষকের অবস্থার কথা মনে হইলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। 'গোল' হইবার সময় তাহাকে নিদারুণ অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। যে কোন প্রকারে হোক গোল-রক্ষককে মাটিতে চাপিয়া ধরিবার জন্য বিশেষ কয়েকজন লোক থাকিত, তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হইত, যে কোন প্রকারে গোল-রক্ষককে মাটিতে চাপিয়া ধরিতে হইবে। দুই তিন জন শক্ত গোছের লোক বল লইয়া অগ্রসর হইত এবং গোল রক্ষককে মাটিতে ফেলিয়া জড়াইয়া ধরিত, অন্য কেহ বলটিকে গোলের মধ্যে কিক্ করিয়া দিত। বেচারা গোল-রক্ষকের উপর একগাদা লোককে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা সাধারণতঃ খুবই দুঃখ-জনক। সেই সময় কোন গোল–কিক্ ছিল না, বর্ত্তমানে যাহাকে 'গোল লাইন' বলা হয়,

লোকই ছুটিতে থাকিত এবং যে দল প্রথমে বলটিকে স্পর্শ করিত, সেই দলই একটা পয়েন্ট লাভ করিত। আজকালকার দিনে রাগবি খেলার এই নিয়মের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

এইরূপও শুনিতে পাওয়া যায়, গোল-পোষ্টের উপরে আজ কাল যে 'বার' থাকে, সে-সময় সেরূপ ছিলনা—তাহার পরিবর্ত্তে একটা শাদা ফিতা দুইটি পোষ্টের মাথায় বাঁধিয়া দেওয়া হইত। তখনকার দিনে সেই ফিতার উপর দিয়া বল গেলেও 'গোল' হইত—নীচে দিয়া গেলেও গোল হইত। এই বিচিত্র নিয়মগুলির কথা আজ লোকের মনে নিশ্চয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে।

সেই সময় ফুটবল খেলিবার পৃথক বুট ছিলনা, প্রত্যেক খেলোয়াড় পা-জামা পরিয়া খেলিতে নামিত কিন্তু শেফিল্ডের খেলোয়াড়গণ জার্সি ও মাথায় "ক্যাপ" পরিধান করিত। অনেকে আবার সাধারণ বুট পরিয়াও খেলিতে নামিত। অল্প কিছু দিন পরে তাহারা দেখিল যে, যদি তাহারা তাহাদের বুটে কাঁটা ঠুকিয়া লয় তাহা হইলে তাহাদের দৌড়াইবার সুবিধা হয়। কতকগুলি খেলোয়াড় সত্য সত্যই বিশেষ এক প্রকার বুট ব্যবহার করিতে লাগিল—এই বুটের তলা হইতে ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা ধারাল পেরেক বাহির হইয়া থাকিত। এই সময়ে এইরূপ ভাবে খেলা বালকগণের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। তখন নিতান্ত ভাগ্যবান যে, সেই অক্ষত অবস্থায় খেলার মাঠ ত্যাগ করিতে পারিত। এই কাঁটাওয়ালা বুট পরিয়া খেলা পরে বে-আইনী হইয়া দাঁড়াইল এবং এই প্রকার বুট পরা ছাড়িয়া দিলে খেলা আবার আইন সঙ্গত হইয়াছিল।

ইহার পর দশ বৎসর পরে 'ফেয়ার ক্যাচ' বলিয়া একটি নিয়ম খেলার মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়। খেলার খেলোয়াড়েরা হেড করিবার সময় যদি হাত দিয়া মাথার উপর বল ধরিতে পারিত তাহা হইলে তাহারা একটি করিয়া ফ্রী কিক করিবার সুবিধা পাইত। পরে এই নিয়মটি উঠাইয়া লওয়া হয়,

এই ধরণের আরও অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য নিয়ম মাঝে মাঝে খেলার মধ্যে দেখা যাইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেগুলির পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিল। এইরূপ ভাবেই দিন দিন ফুটবল খেলার উন্নতি হইতে লাগিল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা বলিয়া পরিগণিত হইল। শেফিল্ড এসোসিয়েশনের চেষ্টা ও যত্নে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর 'ফ্রিম্যাসানি ট্যাভার্ণে' (গ্রেট কুইন ষ্ট্রীট, ডব্লু সি) একটি সভা হয় এই সভার উদ্দেশ আর কিছুই নয়, যাহাতে ফুটবল খেলিবার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম গঠিত হয়। তাহা হইলে অনেক অসুবিধা দূর হইবে ও স্বাভাবিক আনন্দও বৃদ্ধি পাইবে।

ফুটবল এসোসিয়েসনের গঠন।

এই সভায় বহু ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিল, তাহার মধ্যে 'বার্নিস' 'ফরেষ্ট ক্লাব' "ব্লাকাহিয়া," ক্রষ্টাল প্যালেস, দি ক্রুসেডার্স, এন্ এন্স্ (কিব বার্ণ, 'ওয়ার অফিস) এবং কতকগুলি সাধারণ স্কুল ও 'চার্টার হাউস' প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, নিজেদের ক্লাবগুলির মধ্যে বিবাদ ছিল বলিয়া শেফিল্ড ঐ সভায় কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে নাই।

ইহার পর তিনটি সভা হইয়াছিল এবং এই সভায় খেলার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রস্তুত হইল, যদিও নিয়মগুলির মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতে থাকে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের নিয়মের সংখ্যা খুব অল্প ও সোজা হইয়াছিল। ইহার পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে শেফিল্ড, লিঙ্কন, নিউ আরর্ক, নটিংহাম এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ক্লাবগুলিও আসিয়া এসোসিয়েশনে যোগ দেয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন এসোসিয়েশনের একটি সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, একটি 'চ্যালেঞ্জ কাপ' প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হইবে এবং এই প্রতিযোগিতায় সমস্ত ক্লাবই নিমন্ত্রিত হইবে। ১৬ই অক্টোবর এই প্রস্তাব চূড়ান্ত

এফ এ কাপ

ভাবে গ্রহণ করা হইল এবং চাঁদা ধরিয়া ২৫ পাউণ্ড মূল্যের একটি 'কাপ' ক্রয় করার ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে প্রথম ম্যাচ খেলা হয়, এবং সেই হইতে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জ্জাতিক খেলার প্রতি প্রায় প্রত্যেক দেশের খেলোয়াড়দের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আন্তর্জ্জাতিক বোর্ড গঠন

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই বোর্ড প্রথম গঠিত হয়। ইংলণ্ডের চেয়ে স্কটল্যাণ্ডের খেলার অনেক উন্নতি হইয়াছিল, কাজেই স্কটল্যাণ্ডের খেলোয়াড়েরা আসিয়া এই বোর্ডে যোগদান করায় ইংলণ্ডের ক্লাবগুলির নিয়মকানুন ও খেলার পদ্ধতিতে বহু পরিবর্ত্তন হইল এবং এসোসিয়েশনের পরিচালন ভার একটি কাউন্সিলের উপর দেওয়া হইল।

পেনাল্‌টি কিক্‌ ১৮৯০—৯১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার পর বৎসর 'এমেচার কাপ' পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে একটি লিমিটেড কোম্পানী গঠিত করিয়া উক্ত এসোসি-য়েশনকে তাহার হাতে দেওয়া হয়। ইহার মূলধন করা হয় ৯০ পাউণ্ড (২০০০ শেয়ার, প্রত্যেকটির মূল্য ১ শিলিং করিয়া।)

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এমেচার খেলোয়াড় ও মাহিনা প্রাপ্ত খেলোয়াড়দের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং 'এমেচার ফুটবল ক্লাব' নামক একটি ক্লাব স্থাপিত হয়। এই বিবাদ প্রায় ৭ বৎসর ধরিয়া স্থায়ী ছিল। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি ও করিনথিয়ানদের সাহায্যে এই বিবাদের অবসান হয়।

জুবিলী উৎসব

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ফুটবল এসোসিয়েশনের বয়স ৫ বৎসর পূর্ণ হয়। 'হলবর্ণ রেষ্টুরেণ্টে' এই উপলক্ষে এক বিরাট ভোজ হয়। এই দিনটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কাউন্সিলে এই মত প্রকাশ করে যে, এসোসিয়েশনের অর্থ হইতে ৫,০০০ পাউণ্ড অর্থ 'বেনিভোলেণ্ট ফাণ্ডে' দিতে হইবে। এই অর্থ দিয়া খেলোয়াড় বা খেলার

সঙ্গে জড়িত কোন ব্যক্তি দুঃখ দুর্দ্দশায় পড়িলে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। এই জুবিলী বৎসরে পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ 'ক্রুশ্চান প্যালেসে' কাপ ফাইনালের দিন উপস্থিত ছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় আন্তর্জ্জাতিক খেলা সে বৎসর বন্ধ ছিল। কাপ প্রতিযোগিতাও ১৯১৪ সন হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল।

মহাযুদ্ধের অবসানের পর ফুটবল খেলা খুব ভালভাবেই চলিয়া আসিতেছে, ক্রীড়ামোদী মানুষের মনে ইহা নিত্য নূতন আনন্দের খোরাক যোগাইতেছে।

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গোড়ার কথা

কলিকাতা এবং মফঃস্বলের কতিপয় উৎসাহী ও স্বনামধন্য মুসলমান ভদ্রলোক মুসলিম যুবকদের জন্য একটি ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া 'ক্রিসেণ্ট ক্লাব' নামে একটি ক্লাব কলিকাতায় স্থাপন করেন। ইহাই পরে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব নামে অভিহিত হয়। ইহা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের কথা।

যে সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় মুসলমান দ্বারা এই মহদানুষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিঃ আব্দুলগণি, (এখন খান সাহেব ও মালদহের মোক্তার) কলুটলার মিঃ নূরমোহাম্মদ ইস্‌মাইল, (খান বাহাদুর, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, অবসর প্রাপ্ত Inspector General of Registration) তিনি ছিলেন ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেন, বেরেলীর মিঃ মোহাম্মদ রসিদ, মিঃ মোহাম্মদ ইয়াসিন বি, এল, (এখন বর্দ্ধমানের উকিল) সৈয়দ আমিনউদ্দীন আহাম্মদ, কলিকাতার ২৬ নং পোলক ষ্ট্রীটের মিঃ এস, এম, জাকারিয়া, সৈয়দ আজহার উদ্দীন, মিঃ মোজাফর হুসেন, মিঃ মোহাম্মদ আলী, মিঃ মোহাম্মদ ইসহাক, (গ্রাউণ্ড সেক্রেটারী ও ক্যাপ্টেন ক্রিকেট টীম) মিঃ আব্দুল হামিদ, মিঃ আব্দুল সামাদ, সৈয়দ মুস্‌ফেক উস্‌সালেহিন, (এখন খান বাহাদুর) কলিকাতার ১৭ নং গিরিবার লেনের মিঃ গোলাম আহাম্মদ

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নবাব সৈয়দ আমীরুল হোসেন ও নবাব নছিরুল মুমালেখ মির্জ্জা সুজাত আলী বেগ ক্লাবের যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মিঃ আব্দুলগণি সেক্রেটারী ও মিঃ নূরমোহাম্মদ ইসমাইল সহকারী সেক্রেটারী মনোনীত হন।

মুর্শীদাবাদের হার হাইনেস সামসুজ্জোহা বেগমের তরফ হইতে নবাব সুজাত আলী ৩০০৲ টাকা ক্লাবে দান করেন। কাজেই বেগম সাহেবার সম্মানার্থে "নবাব বেগম ফুটবল কাপ" আরম্ভ হয়।

ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নবাব অমীর হোসেনের সম্মানার্থে "আমীর হোসেন হকি কাপ"এর সূত্রপাত হয়।

মৌলবী দেলওয়ার হোসেন সাহেবের পুত্র মৌলবী এনায়েত করিম বি, এ, ১৫০৲ টাকা চাঁদা দেওয়ায়, তাঁহার নামে "এনায়েত করিম টেনিস কাপ" প্রচলিত হয়।

মাসে ২০০৲ টাকা চাঁদা আদায় হইত। মেম্বারগণ ফুটবল, ক্রিকেট, হকী, টেনিস্ প্রভৃতি খেলিতেন।

ক্লাবের যে সামান্য কাগজপত্র আছে, তাহা পাঠে জানা যায়, ভূতপূর্ব্ব জষ্টিস্ স্যার সৈয়দ আমীরআলী সাহেবের সভাপতিত্বে কলিকাতার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ১৮৯৪ সালে সর্ব্বপ্রথম ক্লাবের বাৎসরিক সভা হয়। সহরের প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য লোকই সভায় যোগদান করেন। তন্মধ্যে নবাব আমীর হোসেন এবং খানবাহাদুর নবাব আব্দুল জব্বার সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মৌলবী আব্দুস-সালাম (এখন খানবাহাদুর, অবসর প্রাপ্ত বি, সি, এস) মুসলমান যুবকদের Physical Culture (শরীর চর্চ্চা) সম্বন্ধে এই সভায় এক বক্তৃতা দেন। ইহা পরে পুস্তক আকারে ছাপানো হয়। এবং

দ্বিতীয় বাৎসরিক সভা কলিকাতা ময়দানে ক্লাব গ্রাউণ্ডে হয়। এই সভায় বাংলার চীফ্‌জষ্টিস্ স্যার ফ্রান্সিস মেকলিন সভাপতিত্ব করেন। এই সময়ে মিঃ আব্দুলগণি, (বর্ত্তমানে যিনি খান সাহেব ও মালদহের মোক্তার) সেক্রেটারী ছিলেন। এই সভায় মিঃ জাহিদ সোহরাওয়ার্দ্দী (এখন স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দ্দী) Physical Exercise (ব্যায়াম) সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৩য় বাৎসরিক সভায় বাংলার লেপ্টেনাণ্টগবর্ণর স্যার জন উডবার্ণ সভাপতিত্ব করিয়া ক্লাবকে সম্মানিত করেন।

প্রারম্ভে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নিজেদের কোন মাঠ ছিল না।

ক্লাব গ্রাউণ্ড

ক্লাবের সেক্রেটারী নবাব আমীরহোসেন সাহেবের চেষ্টায় মোহামেডান স্পোর্টিংএর খেলোয়াড়গণ ক্যালকাটা "বয়েস" স্কুলের মাঠে একদিন অন্তর খেলিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

পরে ক্লাবের মেম্বার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এবং ফুটবল ছাড়া অন্যান্য খেলাও প্রচলিত হইলে সপ্তাহে মাত্র তিন দিন খেলা করা মেম্বারদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইল না। কাজেই কলিকাতার তদানিন্তন পুলিশ কমিশনার মিঃ লেমবার্ট উপরোক্ত মাঠে সপ্তাহের সবদিনই মোহামেডান স্পোর্টিংএর মেম্বারদের খেলার অনুমতি দিলেন। বয়েস স্কুলের ছাত্রগণ অন্য এক মাঠ খেলার জন্য প্রাপ্ত হয়।

ক্লাবের গোড়াপত্তনের কয়েক বৎসর পরে ক্লাবের সেক্রেটারী নূরমহাম্মদ ইসমাইল, মিঃ এস, এম, জাকারিয়া ও মিঃ এস আজহর ইউসফ সহ এক ডিপুটেশন লইয়া হিজ হাইনেস্ আগাখানের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক হইতে অনুরোধ করেন। হিজ হাইনেস্ ইহাতে স্বীকৃত হন। ইহার পর হইতে ক্লাবের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে। ক্লাবের ফুটবল খেলার প্রথমাবস্থায় সমস্ত মুসলিম খেলোয়াড়ই বুট পায়ে

দিয়া খেলিতেন এবং ঐ সময়েও তাঁহারা নির্ভীক খেলোয়াড় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে স্থাপিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ১৯০৯ সালেই বাঙ্গালার ক্রীড়ামোদিগণ মোহামেডান দলের শক্তিমত্তার পরিচয় সর্ব্বপ্রথম লাভ করেন। ঐ বৎসর সৈয়দ আলী আহম্মদের নেতৃত্বে কোচবিহার কাপ বিজয় করিয়া ইঁহারা বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যে টীম কোচবিহার কাপ জয় করিয়াছিলেন তাহাতে একমাত্র ইউসফ পরিবারের ৫ জন খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথা—আমীর, আজহর, আনিছ, আফজল এবং আনোয়ার।

সেক্রেটারীগণের দুই বৎসরের কাজ অতি সন্তোষজনক ছিল, তাঁহাদের চেষ্টায় ক্লাবের কার্থিক অবস্থা সচ্ছল হইল এবং সব খেলাতেই ক্লাবের খেলোয়াড়গণ উৎকর্ষতা লাভ করিলেন।

তাহার পর ক্লাবের গত ২০।২৫ বৎসরের ইতিহাস উত্থান পতনের ইতিহাস। এই সময় কর্ম্মকর্ত্তাদের চেষ্টায় ও সমাজের সাহায্যে ক্লাব একটু একটু করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

১৯২৭ সালে ট্রেডস্ প্রতিযোগীতায় ২য় স্থান অধিকার করিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগে স্থান পায়। লীগ-জীবনের প্রথম তিন বৎসর এদের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করাই ছিল কঠিন ব্যাপার।

১৯২৮ সালে ক্লাব বাঙ্গালার হকী লীগে প্রথম ডিভিশনে খেলিতেছিল এবং অল ইণ্ডিয়া লক্ষ্মীবিলাস হকী কাপ ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর লাভ করিয়া অল ইণ্ডিয়া লক্ষ্মীবিলাস হকী কাপের চ্যাম্পিয়ন হয়। ক্রিকেটেও তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় বলিয়া গণ্য হইতে ছিলেন। তাঁহাদের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ দেশের গর্ব্বের বিষয় ছিল।

১৯৩০ সালে কয়েকজন উৎসাহী খেলোয়াড় ফুটবল বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহারাই বিভিন্ন স্থান হইতে খেলোয়াড় সংগ্রহ করিয়া নূতন ভাবে টীম গড়িবার আয়োজন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই মুসলিমদলটীর নূতন জীবন আরম্ভ হয়, ১৯৩১ সাল হইতে এই বৎসরই মিঃ এ, কে, আজিজ এই ক্লাবের সেক্রেটারী এবং মিঃ হবিবুল্লাহ (বাহার) ক্যাপ্টেন মনোনীত হন। বাঙ্গালার হুদা ও সিরাজউদ্দীন, মহীশূরের মোস্তফা, রাজাক, ওহাব এবং ফয়জাবাদের নূরমোহাম্মদ এই দলে যোগদান করেন। এই বৎসর সলিম, সামাদ, নসীম, প্রমুখ খেলোয়াড়দের লইয়া এই টীম বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ রোভার্স টুর্ণামেণ্ট খেলিতে যায়। মুসলমানদের ফুটবলটীম লইয়া বিদেশ যাত্রা ইহাই প্রথম। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দেও এই দল প্রথম বিভাগে প্রমোশন পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাহাদের এই সাধনা সফল হয়।

১৯৩৩ সালে ইব্রাহিম শেখ, জাফর, রহমান প্রমুখ সীমান্তের কয়েক জন পাঠান এই দলের হইয়া কয়েকটি ম্যাচ খেলিয়াছিলেন। তা'ছাড়া আর একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় এই বৎসর মুসলিম দলে যোগদান করেন। তিনি নসিরাবাদের কৌশলী-সেণ্টার ফরওয়ার্ড হাফেজ আহম্মদ রশীদ। বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড হাফেজ রশীদ ১৯৩৩ সালে কলিকাতা আসিয়াই মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে যোগদান করেন। তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা এবং অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়ানৈপুণ্যেই মোহামেডান স্পোর্টিং দ্বিতীয় ডিভিশন হইতে সেই বৎসরই প্রথম ডিভিশনে উন্নীত হয়।

হাফেজ রশীদ মোহামেডান স্পোর্টিংদলের প্রাণ স্বরূপ। বহু পরিমাণে ইঁহারই ক্রীড়ানৈপুণ্যেই মুসলিম দল উপর্য্যুপরি তিনবার চ্যাম্পিয়ন হইয়া ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। রশিদ আহত হইয়া যাওয়ার পর মোহামেডান দল একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন সত্য কিন্তু আহত হইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার দলকে এমনই ভাবে

অনুপ্রাণীত ও অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন যে, উহাতেই তাঁহারা ১৯৩৬ সালেও চ্যাম্পিয়ন হইতে পারিয়াছিলেন এবং শিল্ডও জয় করিয়াছিলেন। তবে এই দলের "টিমওয়ার্কও" আদর্শ স্থানীয় এবং ইহাও এই দলের সাফল্যের অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় বিভাগের লীগ জয় করিবার ব্যাপারে যাঁহাদের খেলা কার্য্যকরী হইয়াছিল তন্মধ্যে গোলে শিরাজী ও কালো, হাফ ব্যাকে শেখ এবং ফরওয়ার্ডে রশীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

মোহামেডান স্পোর্টিংই মুসলমান সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন এবং তাঁহারাই ভারতীয় ফুটবল দলের মধ্যে ১৯৩৪ সালে সর্ব্বপ্রথম চ্যাম্পিয়ান হইয়া ভারতবাসীর গৌরবের পাত্র হইয়াছেন।

আধুনিক ইতিহাস।

আমরা ক্লাবের আধুনিক ইতিহাসে আসিয়া দেখিতে পাই সেক্রেটারী মিঃ এ, কে, আজিজ ১৯৩২-৩৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে ফুটবল সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"সব রকমেই আমাদের এবারের খেলার মওসুম অত্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছে। কেননা, ক্লাবের ইতিহাসে এ বৎসরই সর্ব্বপ্রথম, ইহা কলিকাতা ফুটবল লীগের ফার্ষ্ট ডিভিসনে খেলার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া আমাদের অনেকদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছে। যদিও এ বারের মওসুম আমরা কতকটা নিস্তেজ ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলাম তথাপি সর্ব্বশেষ ৮টা ম্যাচ জয় লাভ করায় ইহার পরিসমাপ্তি গৌরবজনক ভাবেই হইয়াছিল। আই, এফ, এ শিল্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও আমাদের খেলা যশকর ছিল। আমরা আরও ভাল ফল লাভের যোগ্য ছিলাম, কিন্তু কেবলমাত্র অনভিজ্ঞতার দরুণ আমরা ডি, সি, এল, আই, এর বিরুদ্ধে খেলায় পরাজিত হইয়াছিলাম। এই ডি, সি, এল, আই, ই পরে শিল্ড জয় করিয়াছিল।

১৯৩৩ ইংরাজীর সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৪ ইংরাজীর ৫ই মার্চ্চ সময়ের রিপোর্টে সেক্রেটারী মিঃ এস, এম, জাকরিয়া ক্রিকেটে অতি উল্লেখযোগ্য

প্রথম যে, প্রথম শ্রেণীর যে ১৮টি ম্যাচ খেলা হইয়াছিল, ইহার মধ্যে মোহামেডান স্পোর্টিং ৮টাতে জয়ী, ৯টাতে ড্র এবং কেবল একটী ম্যাচে ২ রাণে পরাজিত হইয়াছিল। এরূপ ক্রীড়া নৈপুণ্য সত্যই অতি গৌরব-জনক বলিতে হইবে। এ বৎসরের এক খেলাতে ক্লাবের নেতৃস্থানীয় ব্যাটস-ম্যান ক্যাপটেন এ, জেড, খাঁ ও মিঃ আনাদ খুব প্রশংসিত হইয়াছিলেন।

তার পর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ। এই বৎসরের ফুটবল মওসুমে মুসলিম দল লীগের প্রথম ডিভিশনে প্রথম খেলেন এবং ভারতবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়া সেই বৎসরই চ্যাম্পিয়ান হন। প্রমোশন পাইয়াই সঙ্গে সঙ্গে মোহামেডান দল লীগ জয় করিবে, একথা অতি বড় কল্পনা-বিলাসীও কোন দিন ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু লোকে যাহা ভাবিতে পারে নাই, নয়া টীমটি তাহাই সম্ভব করিল। নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া তাঁহারা বহুদিনের পুঞ্জীভূত অপবাদ দূর করিলেন।

১৯৩৪ সনের কথা।

ভারতীয় দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইতে পারে না, এই অপবাদ ভারতীয় লীগ খেলার ইতিহাস হইতে দূর হইল।

মোহামেডান স্পোর্টিং দলের এই লীগ জয়ের মূলে আছে তাঁ'দের অত্যুৎকৃষ্ট ক্রীড়া নৈপুণ্য, বল চালনার উপর অসাধারণ দখল অতি সুন্দর কম্বিনেশন—সর্ব্বোপরি জয়ের জন্য তাঁ'দের দৃঢ় সঙ্কল্প। যে সব খেলোয়াড় লইয়া তাঁ'দের টীম গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকের খেলার ধরণই অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

১৯৩৪ সালে যে সমস্ত বীর খেলোয়ারগণ লীগ জয়পূর্ব্বক ক্রীড়া জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়া ভারতবাসীকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম যথা—কালুখাঁ, শিরাজী, জুম্মাখান, আনোয়ার, নেথ, মহিউদ্দীন, মাসুম, ছাবু, গাম্মাদ, হাফেজ, রশীদ, রহমত, আব্বাছ, হাবিব (বড়)

১৯৩৫ সালেও মোহামেডান স্পোর্টিং লীগ জয় করিয়া আরও একবার প্রমাণিত করেন যে, খেলার মাঠের ইতিহাস তাঁহারা নূতন করিয়া লিখাইতে পারেন। সেই বৎসর প্রথম ডিভিশনে লীগে খেলিয়াছিল ১২টি টীম যথা—মোহামেডান স্পোর্টিং, ক্যালকাটা, মোহন বাগান, ইষ্ট বেঙ্গল, কালীঘাট, ব্ল্যাকওয়াচ, ডেভনস্, ডালহৌসী. এরিয়ান, কাষ্টমস্, ই-বি-আর, ও হাওড়া ইউনিয়ন। এর মধ্যে ব্ল্যাকওয়াচ ও ডেভনস্ সৈনিকদল দুইটি সেবার কলিকাতায় নবাগত—আগেকার ডারহামস্ ও কে-ও-আর দলের স্থলবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল, ব্যারাকপুরে ও ফোর্ট-উইলিয়ামে। ই-বি-আর আগের বারের দ্বিতীয় ডিভিশনের লীগ চ্যাম্পিয়ন—সেবার প্রথম ডিভিশনে খেলিয়াছিল।

১৯৩৫ সনের কথা।

খেলার প্রারম্ভ হইতে মোহামেডান স্পোর্টিং দলকে যেরূপ বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহাতে আবার ইঁহারা লীগ জয় করিবেন, লীগ খেলার প্রথমে কেহই এ-ধারণা করিতে পারে নাই।

লীগের খেলা আরম্ভ হইলে দেখা গেল, মোহামেডান স্পোর্টিং দলের মাত্র ছয় জন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় আছেন—ফরোওয়ার্ড লাইনে পাঁচ জন এবং হাফব্যাকে একজন। গোলে বিখ্যাত খেলোয়াড় কালুখান আসেন নাই, তাঁহার স্থানে নামিলেন শিরাজী ও বাকের খান। ব্যাকের আগের বারের ব্যাক আনোয়ার ই-বি-আরএ চাকুরী করেন বলিয়া সেই টীমেই যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অপর ব্যাক জুম্মাখান আসেন নাই তাঁহাদের স্থান পূরণ করিলেন, সত্তার ও মফিজউদ্দীন। হাফ ব্যাকে ছিলেন শুধু ওয়াকিল আহমদ। রাইট্ এবং লেফ্‌ট হাফ মহিউদ্দীনও মাসুম 'সসপেণ্ড' ছিলেন। তাহাদের স্থানে খেলিলেন শফী ও শাকীক। ফরোওয়ার্ডে সামাদ ছিলেন না। কারণ তিনিও ই-বি-আরএ চাকুরী করেন সেই টীমেই খেলিলেন। তবে আর সকলেই ছিলেন এবং ইষ্ট বেঙ্গলের

এই পঙ্গুদল লইয়া মোহামেডানস্ বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন বলিয়া কেহই ভরসা করিতে পারিলেন না। তবু লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলা যখন শেষ হইল, তখন দেখা গেল তাঁহারা টেবিলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

লীগের প্রথমার্দ্ধের শেষ দিকে মহিউদ্দীন, মাসুম, জুম্মাখান, কালুখান আসিয়া মুসলিমদলে যোগদান করেন। তখন অনেকেই আশা করিলেন, আবার লীগ বিজয় অসম্ভব না-ও হইতে পারে। তখন হইতে চলিল তাঁহাদের একটানা বিজয় অভিযান।

সর্ব্বশেষ খেলা ছিল ক্যালকাটার সঙ্গে। সে দিনের খেলায় জয়লাভ করিয়া মুসলিম দল দ্বিতীয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হন। রহমত ক্যালকাটার সুদক্ষ গোলকীপার আর্ম্মষ্ট্রংকে ফাঁকি দিয়া গোল করিয়া মোহামেডান্ স্পোর্টিংএর ভাগ্য নিরূপিত করেন।

সেই বৎসর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে লীগ বিজয়ের গৌরব গরিমায় গৌরবান্বিত করিয়া যাঁহারা মুসলিম সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম :—কালুখান, জুম্মাখান, মহীউদ্দীন, ওয়াকিল আহ্মদ, মাসুম, শফি, হাফেজ রশিদ, রহমত, রহিম, সলিম, আব্বাছ।

১৯৩৬ সালের কথা

ক্লাবের সৃষ্টির ৪৫শ বৎসরে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই, ক্রমান্বয়ে তিন বার লীগ জয় করিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং কেবল নিজের ইতিহাসের সৃষ্টি করে নাই, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসও সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৯৩৪ সালে ক্যালকাটা লীগ খেলা আরম্ভ হইলে মোহামেডান স্পোর্টিং সেকেণ্ড ডিভিসন হইতে ফার্ষ্ট ডিভিসনে প্রমোসন পাওয়ায় তখন তাঁহাকে "শিশুটীম" বলিয়া অভিহিত করা হইত, কিন্তু জয়ের পর জয় ও লীগ টেবিলে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তিন

ভারতের সর্ব্বপ্রথম লীগ বিজয়ীর সর্ব্বজন আকাঙ্খিত অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিলেন।

যদিও অনেক খেলার কথা লোকে ভুলিয়া যাইবে, তথাপি ১৯৩৬ সালের খেলার স্মৃতি চিরকাল লোকের মনে জাগরুক থাকিবে। কেননা ইহা চির-স্মরণীয় হইবার অনেক কারণ আছে। এই বৎসরই স্থানীয় ও বাহিরাগত শ্রেষ্ঠ মিলিটারী টীমসমূহের কলিকাতার কতিপয় সিভিল টীমের নিকট সম্পূর্ণ পরাজয় লাভ, এই বৎসরই সেমি ফাইনালে কলিকাতার চারিটী টীমের প্রবেশলাভ এবং পশ্চিম ভারতের চ্যামপিয়ন ডারহামস টীমের বিরুদ্ধে মোহামেডান স্পোর্টিংএর জয়লাভ খেলা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। ভিজিয়ানাগ্রামের মুরীকাপ বিজয়ী ৬ষ্ঠ ফিল্ডব্রিগেড দলের ক্যালকাটা টীমের নিকট পরাজয় এই বৎসরই ঘটে এবং এই বৎসরই মোহামেডান স্পোর্টিং দলের তৃতীয় বার লীগ চ্যামপিয়ন হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শীল্ড জয় করিয়া ভারতের ফুটবল খেলার ইতিহাসে গৌরবজনক কীর্ত্তি রাখা চির-স্মরণীয় ব্যাপার। এই সব ছাড়াও আর একটী কারণে এই বৎসরের খেলার কথা লোকে ভুলিবে না। তাহা হইতেছে খেলার মাঠে শোচনীয় সাম্প্রদায়িকতার উলঙ্গ প্রকাশ। মোহামেডান ও ইউরোপীয়ান দলের মধ্যে খেলার সময় যখনই ইউরোপীয়ানদল গোল করিয়াছেন, তখনই আমাদের প্রতিবেশী কতকগুলি দর্শক উচ্ছ্বসিতভাবে জয়ধ্বনি করিয়া ইউরোপীয়ান খেলোয়াড়গণকে অভিনন্দিত করিয়াছেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন মুসলিম দল উপর্য্যুপরি অনেকগুলি গোল করিয়া ইউরোপীয়ান দলকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন এই সব হিংসাতুর দর্শকের মুখ সম্পূর্ণরূপে নীরব হইয়া যাইত। স্বদেশীয় মুসলমানের বিজয় অপেক্ষা যাহারা বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গের জয়কে অধিকতর কাম্য মনে করেন তাহাদের মানসিকতা কতটুকু শুদ্ধ ও দেশপ্রেমমূলক তাহা স্বদেশপ্রেমিক (?) হিন্দুভাইদিগকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

যা'হোক আমাদের প্রতিবেশী এই সব অদূরদর্শী বন্ধুরা হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলেও মোহামেডান স্পোর্টিং দলের বীর খেলোয়াড়গণের উৎসাহ এতটুকুও কমে নাই, তাহারা পূর্ব্ব দুই বৎসরের ন্যায় বিপক্ষ দলকে সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ক্রমান্বয়ে দুইটী লীগে মুসলিম দল বিজয়ী হওয়াতে ১৯৩৬ সালে লীগ খেলার মওসুমে কলিকাতা এবং মফস্বলের জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব্ব উৎসাহ দেখা দেয়। কাজেই এই বৎসর মোহামেডান স্পোর্টিং দল যে-দিনই লীগ বা শীল্ড খেলায় মাঠে নামিয়াছেন, সেই দিনই দর্শকের প্রবেশার্থে অতিরিক্ত দরজা খুলিতে হইয়াছিল। ভারতের ফুটবল-কেন্দ্রের অন্য কোন স্থানেই কলিকাতার মোহামেডান স্পোর্টিংএর খেলার দিনের ন্যায় এত দর্শক খেলার মাঠে জড় হয় নাই এবং ভারতবর্ষের—এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য কোনও ফুটবল টীমের খেলায় এক দিনেই ২৩০০০৲ হাজার টাকার টিকেট কোথাও বিক্রয় হয় নাই।

মুসলিম দলের খেলার দিন কলিকাতা সহরের লোক সকাল হইতেই খেলার মাঠে জড় হইতে শুরু করিয়াছে এবং মফস্বল হইতে হাজার হাজার লোক আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। খাওয়া দাওয়া করিয়া দেরীতে গেলে মাঠে স্থান পাইবে না আশঙ্কা করিয়া শত শত লোক টিফিন্ কেরিয়ারে আহার্য্য বস্তু নিয়া সকাল থাকিতেই খেলার মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং তথায়ই আহার করিয়া মুসলিম খেলোয়াড়গণের খেলা দেখিবার আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে বসিয়া রহিয়াছে। যে সমস্ত লোক সুদূর পল্লী-গ্রাম হইতে কলিকাতার খেলার মাঠে উপস্থিত হইতে পারে নাই, তাহারা মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া যত শীঘ্র সম্ভব মুসলিম দলের খেলার ফল অবগতার্থে খবরের কাগজের জন্য আগ্রহের সহিত কলিকাতার মেলট্রেনের অপেক্ষা করিয়াছে। এদিকে অতি দূরবর্ত্তী সহরের

খেলার অপূর্ব্ব কৃতিত্বের কথা শুনিয়া মিনিটে মিনিটে হর্ষধ্বনি করিয়াছে। ইহাতে স্বতই মনে হইয়াছে, গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে হিণ্ডেনবার্গ কর্তৃক পরিচালিত জার্ম্মান সৈন্যের বেলজিয়াম বিজয় কাহিনী শুনিবার জন্যও বোধ হয় জগতের লোক এত উৎসুক হয় নাই।

তৃতীয়বার লীগ-বিজয়

১৯৩৬ সনে লীগ জয় করিতে গিয়া মোহামেডান স্পোর্টিংদলকে ১১টী টীমের সঙ্গে ২২টী খেলা খেলিতে হইয়াছিল। টীমগুলির নাম এইঃ—(১) কালীঘাট, (২) এরিয়ান্স, (৩) ডালহৌসী, (৪) ইষ্ট-বেঙ্গল, (৫) এটাচ্‌ড সেক্‌শন, (৬) পুলিশ, (৭) কাষ্টমস্, (৮) ব্লাক ওয়াচ, (৯) ই, বি, আর, (১০) কলিকাতা, (১১) মোহন বাগান। এ বৎসর নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দিগকে নিয়া মোহামেডানদল গঠিত হয়ঃ— গোল কিপার—ওসমান, রাইট ব্যাক—সিরাজ উদ্দীন, লেফ্‌ট ব্যাক—জুম্মাখান, রাইট হাফ—আকেল আহমদ, সেণ্টার হাফ—নুর মোহাম্মদ, লেফ্‌ট হাফ—মাসুম, রাইট আউট—সলিম, রাইট ইন্—রহীম, সেণ্টার ফরোয়ার্ড—হাফেজ রশীদ, লেফ্‌ট ইন্—সাবু, লেফ্‌ট আউট—আব্বাস, রিজার্ভঃ—গোলে—তছলিম উদ্দীন ও সাত্তার, ব্যাক—শফী, রাইট হাফ—নাসীম, লেফ্‌ট ইন্—ছোট রশীদ ও আফিফ, রাইট ইন্—কাদের আলা, রাইট আউট—বাচ্চি খাঁ। এই দল নিয়া মোহামেডান খেলা আরম্ভ করেন। এ বৎসর বাঙ্গালোরের বিখ্যাত লেফ্‌ট ইন্—রহমৎ নানা কারণে মোহামেডান স্পোর্টিংএ যোগদান করেন নাই। রশীদ, রাইট হাফের প্লেয়ার সাবুকে ট্রেনিং দিয়া লেফ্‌ট ইনে খেলায় নামান। সাবু তাহার এই নূতন প্লেসে রহমতের যোগ্য প্রতিনিধি বলিয়াই গণ্য হন। এতদ্ব্যতীত ছোট রশীদ এবং আফিফও মাঝে মাঝে এই প্লেসে খেলিয়া ভাল ফল প্রদর্শন করেন। ১৭ই জুলাই মোহামেডানদলের ভারত-বিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড হাফেজ রশীদ আহত হইয়া এ বৎসরের জন্য খেলার মাঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে

ছোট রশীদ স্থান গ্রহণ করেন। লীগ খেলার শেষে শীল্ড খেলার সময় রাইট আউট সলিম যখন হঠাৎ বিলাত চলিয়া যান তখন তাহার স্থানে বাচ্চি খাঁ খেলিতে নামেন। এই রিজার্ভ খেলোয়াড়গণও তাহাদের নব প্রাপ্ত স্থানে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন। এই টীম নিয়াই ১৯৩৬ সনে মোহামেডান খেলায় অবতীর্ণ হন।

৪ঠা মে তারিখে তাহাদের প্রথম খেলা কালীঘাটের সঙ্গে হয়। এই বৎসর কালীঘাট টীম ভারতের বিভিন্ন স্থান—এমন কি বর্ম্মা হইতেও খেলোয়ার আমদানী করেন এবং সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় যে কালীঘাট টীম অত্যন্ত শক্তিশালীরূপে গঠিত হইয়াছে—চাইকি এ বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা তাহাদেরই বেশী। কাজেই গত দুই বৎসরের চ্যাম্পিয়ান মোহামেডানদল কালীঘাটের সঙ্গে কিরূপ খেলে তাহা দেখিবার জন্য খেলার প্রথম দিনই মাঠে বহু লোক সমাগম হয়। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে লীগ চ্যাম্পিয়ানদল এ বৎসরও লীগ চ্যাম্পিয়ানের মতই খেলিতে পারেন এবং অনায়াসেই তাহারা কালীঘাটকে দুই গোলে ২—০) পরাজিত করিতে সমর্থ হন। রশীদ একাই দুইটী গোল করেন। ৬ই মে এরিয়ান্সের সঙ্গে তাহাদের দ্বিতীয় খেলা হয়। এই খেলায় মোহামেডান ৪ গোলে জয়ী হন (৪—০)। তন্মধ্যে রশীদ তিনটী এবং সলিম একটী গোল দেন। ৯ই মে ডালহৌসীর সঙ্গে তাহাদের তৃতীয় খেলা হয়। এই খেলায় মোহামেডান দুই গোলে (২—০) জয়ী হন। সলিমই দুইটী গোল দেন। ১১ই মে ইষ্ট-বেঙ্গলের সহিত তাহাদের ৪র্থ খেলা হয়। এই খেলায় তাহারা দুই গোলে (২—০) জয় লাভ করেন। ১৩ই মে এটাচ্‌ড্‌ সেক্‌শনের সঙ্গে তাহাদের ৫ম খেলা তাহারা তিন গোলে (৩—১) জয়লাভ করেন। তাহাদের বিরুদ্ধে এক গোল হয়। এই গোলই এবারকার খেলার মৌসুমে লীগ চ্যাম্পিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম গোল। ১৫ই মে পুলিশ দলের সঙ্গে তাহাদের ৬ষ্ঠ খেলা হয়। এই খেলায় তাহারা তিন গোলে (৩—১) জয়ী

হন। তাহাদের বিরুদ্ধে হয় এক গোল। ১৮ই মে কাষ্টমস্‌এর সহিত তাহাদের ৮ম খেলা হয়। এই খেলায় ড্র হয়, কোন পক্ষেই গোল হয় না।

২১শে মে পর্য্যন্ত মোহামেডান দল ৮টী টীমকে পরাজিত করিয়া বিখ্যাত সৈনিক দল ব্লাক—ওয়াচ টীমের সম্মুখীন হন। তাই খেলাটী চ্যারিটী ম্যাচ হিসাবে খেলা হয়। এই দিনের খেলায় লক্ষাধিক লোক হয়। সেদিন অনেকেই মনে করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ ব্লাকওয়াচ মুসলিম দলের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে। প্রকৃত পক্ষেই ব্লাকওয়াচ অত্যন্ত শক্তিশালী টীম। ইহারা বহুবার শীল্ড জয় করেন। কিন্তু ২২শে মে তারিখে মোহামেডান স্পোর্টিং দলের সহিত ব্লাকওয়াচের যে খেলা হয়, তাহাতে ৭—১ গোলে সৈনিক দল অতি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হওয়ার পর, প্রায় নিশ্চয় করিয়াই বলা গেল যে, মুসলিম দলের জয়যাত্রার পথে বাধা দেওয়ার শক্তি আর কাহারও নাই। ব্লাকওয়াচের মত শক্তিশালী টীমকে ৭ গোলে পরাজিত করিয়া মুসলিম দল প্রকৃতই প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, শুধু বাঙ্গালায় নয় সমগ্র ভারতেও তাহাদের সমকক্ষ টিম আর নাই। কাজেই গত বৎসরের লীগ চাম্পিয়ন দল মোহামেডান স্পোর্টিংএর এবারও পুনরায় লীগ বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আরও দৃঢ়তর হইল।

২৫শে মে তারিখে মোহামেডান দল অতি অবহেলায় ক্যালকাটা দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া জয়যাত্রার পথে আরও অগ্রসর হইয়া গেলেন। এই দিন সামান্য পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে মাঠ কতকটা পিছল হইয়া গিয়াছিল, তথাপি মুসলিম দলের খেলোয়াড়গণ অতি নৈপুণ্যের সহিত খেলিয়া ক্যালকাটা দলকে পরাস্ত করেন। তৎপরে মোহামেডান দলের প্রথমার্দ্ধের খেলার মধ্যে কেবল মোহনবাগান সম্মুখে রহিলেন। ৩০শে মে শনিবার দিন এই দুই দলের খেলাটি চ্যারিটি হিসাবে হইবে বলিয়া ঘোষিত হইল।

৩০শে মে মোহামেডান স্পোর্টিং মোহনবাগানকে ১ গোলে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের প্রথমার্দ্ধের গৌরবান্বিত খেলা শেষ করিলেন। এই দিনের খেলার শেষে আই, এফ, এর প্রেসিডেণ্ট সন্তোষের মহারাজা বিজয়ী দলকে "সিলভার জুবিলী কাপ" ও সকল খেলোয়ারকে একটী করিয়া পদক উপহার দেন।

৫ই জুন ইষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে মোহামেডান স্পোর্টিংএর দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম খেলা হয়। এই খেলায় মোহামেডান দল এক গোলে (১—০) জয়লাভ করেন। বেঙ্গল ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাহায্যার্থে এই খেলাটীও চ্যারিটী ম্যাচ হিসাবে খেলা হয়। ৮ই জুন কালীঘাটের সঙ্গে মোহামেডান দলের দ্বিতীয়ার্দ্ধের দ্বিতীয় খেলা হয়। মোহামেডান দল এক গোলে (১—০) জয়ী হন। ১০ই জুন এরিয়ান্সের সঙ্গে তাহাদের দ্বিতীয়ার্দ্ধের তৃতীয় খেলা হয়। তাহারা চার গোলে (৪—১) জয়লাভ করেন। বিরুদ্ধে এক গোল হয়। ১২ই কাষ্টম্‌স্‌এর সঙ্গে খেলা হয়। খেলাটী ড্র (১—১) হয়। উভয় পক্ষই একটী করিয়া গোল করেন। কাষ্টম্‌স্‌ মোহামেডান স্পোর্টিংএর বগী টীম অর্থাৎ এই টীমের সঙ্গে খেলিয়া মোহামেডান ক্বচিৎ জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাষ্টম্‌স্‌ যে খুব শক্তিশালী টীম তাহা নহে—কাষ্টম্‌স্‌এর চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী টীমকে মোহামেডান দল বারবার পরাজিত করিয়াছেন কিন্তু কাষ্টমস্‌কে পরাজিত করা তাঁহার ভাগ্যে খুব কমই ঘটিয়াছে। ই, বি, আর, সম্বন্ধেও তাহাই। ই, বি, আর, মোহামেডান স্পোর্টিং সমকক্ষ টীম নহে। অথচ ই, বি, আরকে মোহামেডান দল কদাচিৎ হারাইতে পারিয়াছে। এইরূপ টীমকে "বগীটীম" বলে। যাহা হউক, ১৫ই জুন ডালহৌসীর সঙ্গে মোহামেডান দলের খেলা হয়। খেলায় মোহামেডান দল দুই গোলে (২—০) জয়লাভ করেন।

১৬ই জুন তারিখে যে দুইটি খেলা ছিল, তন্মধ্যে ই, বি, আর

ক্রীড়ামোদিগণ অতিশয় ব্যথিত হন। খেলা আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিট পরেই ই,বি' আরের খেলোয়াড় ফুটবল বীর সামাদ একটী বল লইয়া ইষ্ট বেঙ্গলের গোলের মুখে ছুটিয়া আসেন। গোল বাঁচাইবার জন্য গোল রক্ষক এস, বানার্জ্জী সামাদকে চার্জ্জ করেন। ফলে সামাদের হাঁটু ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ফুটবল ক্রীড়াজগতে অতি সুপরিচিত, খেলার মাঠের যাদুকর সামাদ এরূপ আহত হওয়ায় মাঠের দর্শকগণ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন।

বর্ত্তমানে সামাদের বয়স ৪৫ বৎসর। গত তেইশ বৎসর ধরিয়া তিনি সমানভাবে ফুটবল খেলিয়া আসিতেছেন। এবং এতদিনেও তাঁহার ফর্ম্মের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। বস্তুতঃ ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে এক হাফেজ রশীদ ছাড়া ভারতে তাহার তুলনাতো নাই-ই, জগতেও তাঁহার সমকক্ষ খেলোয়াড খুব বেশী নাই। আর দুই বৎসর খেলিতে পারিলেই ফুটবল জগতে দীর্ঘদিন খেলার দিক দিয়া তাঁহার একটা নূতন রেকর্ড স্থাপিত হইতে পারিত। যাহা হউক সামাদ সুস্থ হইয়া এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে আবার খেলিতেছেন। তিনি খেলার ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপনে সমর্থ হউন, এই-ই- আমাদের পরম কামনা।

সামাদ

তারপর ১৭জুন তারিখে খেলার মাঠে আর এক মর্ম্মান্তিক দৃশ্যে অগণিত দর্শকের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। সেই দিন মোহামেডান বনাম এটাচড সেকশনের এক খেলা হয়। খেলার প্রথমার্দ্ধের ১০ মিনিট কাল

অতিবাহিত হইবার পর হাফেজ রশীদ মধ্য মাঠ হইতে বল টানিয়া আনিতে আনিতে একটি কৰ্দ্দমাক্ত স্থানে আসিয়া পড়েন। কাদায় আসিয়া পড়ায় গতি মন্থর হয়; কারণ বলটী কাদার মধ্যে জমিয়া যায়। সৈনিক ব্যাক মার্টিন বল ক্লিয়ার করার সঙ্গে সঙ্গে রশীদের ডান পায়ে কিক্ করিয়া

হাফিজ রশীদ

বসেন। রশীদও আহত হইয়া ভূপতিত হন। তাহার ডান পায়ের "শীন বোন" ভাঙ্গিয়া যায়। মার্টিনও সামান্য আহত হন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরওয়ার্ড মোহামেডান দলের প্রাণস্বরূপ হাফেজ রশীদ আহত হওয়ায় মাঠের মধ্যে বর্ণনাতীত এক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখা যায়; হাজার

হাজার দর্শকের করুণ বিলাপে গগনমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠে। মাঠে মোহামেডান দলের আকিল আহমদ, ওসমান প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন। রশীদের মত একজন জনপ্রিয় খেলোয়াড়ের এরূপ অবস্থা হওয়ায় সকলেই অত্যধিক মর্ম্মাহত হন।

কর্তৃপক্ষগণ রশীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়া, তাঁহাকে এম্বুলেন্স যোগে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন।

রশীদের আপ্রাণ চেষ্টায়ই মুসলিম দলটি ভারতীয়দের মধ্যে ১৯৩৪ সালে সর্ব্বপ্রথম চ্যাম্পিয়ান হন। এবং ১৯৩৫ সালে আবার তাঁহারা চ্যাম্পিয়ান হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখেন। ১৯৩৬ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ান দল যতগুলি গোল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রশীদের আবদানই সব চেয়ে বেশী ছিল।

মাত্র চারি বৎসর কলিকাতার জনমণ্ডলী রশীদের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি সকলের চিত্ত জয় করিয়াছেন। গোল করায় তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা। গোল করা ব্যতীত তিনি ফুটবল খেলার বিভিন্ন কৌশল বেশ ভাল ভাবেই আয়ত্ত করিয়াছেন—যাহা তিনি ভিন্ন এই চারি বৎসরের মধ্যে আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই। ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে বর্ত্তমানে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। ফুটবল জগতের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর রশীদ সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন বটে কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে খেলা হইতে বিরত হইয়াছেন। তিনি আবার খেলার মাঠে নামিয়া তাহার অনবৈদ্য ক্রীড়া প্রদর্শনে দর্শকদের চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হোন, খোদার নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।

রশীদ আহত হওয়ার পর মোহামেডান দলের উৎসাহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু তাহা স্বত্বেও তাঁহারা সৈনিক দলকে ৪—০ গোলে পরাজিত

১৯শে জুন তারিখে মোহামেডান স্পোর্টিংএর পুলিশ দলের সঙ্গে খেলা হয়। কিন্তু রশীদের অভাবে মোহামেডান দল এমনই নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন যে, পুলিশের মত বাজে টিমের সঙ্গেও তাঁদের ড্র হয়। ইহার ফলে মোহামেডান দলের একটি মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট হয়।

২৪শে জুন মোহামেডান দলের সঙ্গে ই, বি, আর, এর খেলা হয়। রশীদের অবর্ত্তমানেও তাহারা ই, বি, আরকে ৪—১ গোলে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। বিগত দুই বৎসরের ভিতর মোহামেডান স্পোর্টিং ই, বি, আরকে কখনও পরাজিত করিতে পারেন নাই। ই, বি, আর, তাহাদের অন্যতম "বগীটিম" ছিল। যাহা হউক, এ বৎসরই ই, বি, আর, এর বিরুদ্ধে তাহাদের প্রথম জয়।

২৬শে জুন ব্লাকওয়াচের সঙ্গে মোহামেডান দলের খেলা হয়। এই মৌসুমে ইহা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য খেলা। এই খেলায় মোহামেডান দল ২—১ গোলে পারজিত হন এবং এই মৌসুমে ইহাই তাহাদের প্রথম ও শেষ পরাজয়। যাহা হউক এই খেলায় যদি মোহামেডান দল জয়লাভ করিতে পারিতেন তবে দুইটি খেলা বাকী থাকিতেই তাহারা লীগ চ্যাম্পিয়ন বলিয়া ঘোষিত হইতেন। কারণ এই সময় ১৯টি খেলায় মোহামেডান দলের ৩৪ পয়েণ্ট এবং সম-সংখ্যক খেলায় ব্লাকওয়াচের ২৯ পয়েণ্ট ছিল। তৃতীয় স্থানে মোহনবাগান ১৯টি খেলায় মাত্র ২২ পয়েণ্ট পাইয়াছিল। সেই দিনের খেলা দেখিবার জন্য সামাদ ও রশীদ ডাক্তার ও নার্স সহ এম্বুলেন্সযোগে মাঠে আগমন করিয়াছিলেন। যে ব্লাক-ওয়াচকে প্রথম খেলায় মোহামেডান দল ৭—১ গোলে পরাজিত করেন সেই ব্লাকওয়াচের নিকটেই যখন তাহারা ২—১ গোলে পরাজিত হইলেন তখন সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন রশীদ মোহামেডান স্পোর্টিংএর কী এবং কতখানি ছিলেন। তবে সে দিনের পরাজয়ের জন্য মোহামেডান

তখন শুষ্ক মাঠ ছিল। কাজেই মোহামেডান দল নগ্ন পায়ে খেলায় নামেন। খেলায় নামিয়া প্রথম গোল তাহারাই দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর প্রবল বৃষ্টি হইয়া মাঠ ভয়ঙ্কর পিচ্ছিল ও কর্দ্দমময় হইয়া যায়। যদিও ইহার পরে মোহামেডান দলেও কয়েকজন খেলোয়াড় বুট পরিয়া লইলেন তথাপি খেলায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। কারণ ভিজা পায়ে বুট পরায় খেলাতে আরও অসুবিধা হইতে লাগিল এবং পিচ্ছিল ও কর্দ্দমাক্ত মাঠে খালি পায়ে খেলাও প্রায় অসম্ভব। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মোহামেডান দল তাহাদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যাহাহউক, সেই দিনের খেলায় পরাজিত হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত খেলিয়া মোহামেডান দলকে চ্যাম্পিয়ান হইতে হয়।

২৭শে জুন বাছাই ভারতীয় দল বনাম বাছাই ইউরোপীয় দলের এ বৎসরের আন্তর্জ্জাতিক খেলা হয়। বাছাই ভারতীয় দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৬ জনই মোহামেডান দল হইতে নির্ব্বাচিত হয়। খেলা ড্র হয় (৩—৩)।

৩০শে জুন ক্যালকাটার সঙ্গে মোহামেডান দলের খেলা হয়। খেলাটি ড্র হয়। কোন পক্ষই গোল করিতে পারে নাই। এই খেলায় ১টি মূল্যবান পয়েণ্ট লাভ হওয়ায় মোহামেডান দলের চ্যাম্পিয়ান হওয়ার আশা আরও দৃঢ়তর হয়।

২রা জুলাই তারিখে মোহামেডান স্পোর্টিং দলকে অতি কঠোর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। কারণ এ দিনের খেলার উপর তাহাদের লীগজয় সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এ দিন অন্ততঃ ড্র করিতে পারিলেও তাঁহারা একাদিক্রমে তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হইবেন এবং এইরূপে কলিকাতার ফুটবল খেলায় ভারতীয় টীমের ইতিহাসে এক গৌরবান্বিত এবং অপূর্ব্ব অধ্যায় সংযোজনা করিতে সফলকাম

খেলার মাঠের তাঁহাদের সমর্থকদের কয়েকটা করতালী লাভ ভিন্ন আর কিছুই পাইবেন না। চ্যাম্পিয়ন হওয়া তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। অবশ্য চাম্পিয়ন দলকে পরাজিত করার গৌরবে তাঁহাদের সমর্থকদের বুক স্ফীত হইয়া উঠিবে। কাজেই মুসলিমদলকে পরাস্থ করিয়া তৃতীয়বার চাম্পিয়ন হওয়ার গৌরবান্বিত স্থান হইতে বিচ্যুত করিয়া সমস্ত মুসলমান সমাজের তথা সমস্ত ভারতবাসীর মুখে পরাজয়-কালিমা মাখাইয়া দিতে মোহনবাগাণের খেলোয়াড়গণ প্রানপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মোহামেডান দলকে ভীষণ ভাবে আক্রমন করিয়া বার বার সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। মোহনবাগানের সহস্র সহস্র সমর্থক বার বার জয়ধ্বনী দ্বারা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল; কেননা যেরূপেই হউক লীগ-বিজয়ীদিগকে পরাজিত করিবার সম্মান তাহাদিগকে অর্জ্জন করিতেই হইবে। তাহা না করিতে পারিলে, ভারতীয় টীমের ক্রমান্বয়ে তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্মানিত সমুজ্জল রেকর্ড মুসলিমদল সৃষ্টি করিবে কাহারো কাহারো পক্ষে তাহা সহনাতীত।

এদিকে চেম্পিয়ন দল তাঁহাদের প্রতিপক্ষকে গোল দেওয়ার কোন সুযোগই গ্রহণ করিতে দেখা গেল না। একে তাহাদের শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড রশিদ মাঠে নাই তদুপরি অন্যান্য খেলোয়াড়গণ সকলেই নুন্যাধিক আহত। বিশেষতঃ তাহারা জানিতেন যে তাহারা গোল না করিয়া কেবল ড্র রাখিতে পারিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। কাজেই মোহামেডান স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়গণ বিপক্ষদলের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিতেই কেবল মনোযোগী হইলেন। বিশেষ করিয়া নূর-মোহাম্মদ অটল অচল হিমালয়ের ন্যায় বিপক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতি নিপুনভাবে স্বীয়দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। এরূপে খেলার প্রথমার্দ্ধ কোন পক্ষে গোল না হইয়া শেষ হইল।

খেলার শেষার্দ্ধে মোহনবাগান দল পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রবলভাবে আক্রমণ

দিতে পারিলেও তাহাতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। মোহনবাগান দল স্বীয় অভিষ্টসিদ্ধি মানসে এদিকে আপ্রান প্রয়াস পাইলেও তাঁহারা যদি জানিতেন, সে দিকে ডালহৌসী গ্রাউণ্ডে ব্লাকওয়াচের সঙ্গে কালীঘাটের ড্র হইয়াছে তাহা হইলে হয়ত তাহারা তৎক্ষণাৎ বহু পরিমানে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেন। কেননা তাঁহারা মোহামেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করিলেও মুসলিম দলের সম্মান অক্ষুন্ন থাকিত এবং তাঁহারা তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরবান্বিত স্থান লাভে বঞ্চিত হইতেন না।

যাহা হোক মোহনবাগানের আপ্রাণ উদ্যমকে উপহাস করিয়া রেফারীর খেলাশেষের নির্ম্মম বংশী তুর্য্য ধ্বনির ন্যায় বাজিয়া উঠিল। বজ্রনির্ঘোষ সম এই বংশী ধ্বনি সমস্ত দর্শকবৃন্দকে জানাইয়া দিল যে তৃতীয়বারের জন্য মোহামেডান স্পোর্টীং লীগচ্যাম্পিয়ন হইল।

মোহামেডান স্পোর্টীংএর লীগজয়ে খেলার মাঠে যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। লক্ষকণ্ঠ এক সঙ্গে জয়ধ্বনি করিয়া মুসলিম বীর খেলোয়াড়গণকে অভ্যর্থনা করিল। হাজার হাজার মুসলমান আল্লাহো-আকবর রবে গগনমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। দয়াময় খোদা মুসলমান তথা ভারতীয় টীমের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া শত শত মুসলমান শোকর গোজারী করিলেন। এই দিনের লীগজয়ে মুসলমান সমাজের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া মোহামেডান স্পোর্টিংএর পূর্ব্বতন ক্যাপ্টেন বাহার লিখিয়া ছিলেন :—ইটনের খেলার মাঠে ওয়াটারলুর যুদ্ধজয়ের সূচনা হইয়াছিল, কলিকাতার খেলার মাঠেও আজ মুসলিম ভারতের জয়-যাত্রার সুচনা হইল।

সর্ব্বপ্রথম মোহামেডান স্পোর্টিং দলের ক্যাপ্টেন আব্বাসকে মোহনবাগান দলের ক্যাপ্টেন অভিনন্দন করিলেন, তৎপরে এই উভয় ক্যাপটেন শত সহস্র দর্শকের জয়ধ্বনির মধ্যদিয়া হাত ধরাধরি করিয়া খেলার

মুসলিম খেলোয়াড়গণ একত্র হইলে জয়োন্মত্ত জনতা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া চলিল। সেই উন্মত্ত জনসমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া বেচারা খেলোয়াড়গণ হাবু-ডুবু খাইতে লাগিলেন। জয়োল্লাসিত দর্শকগণ কেহ খেলোয়াড়দের গলে গলা, কেহ বা হাতে হাত মিলাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বীর খেলোয়াড়গণকে ফুলের মালা দ্বারা ভূষিত করা হইল এবং মুসলিম সমাজ তথা ভারতেব মুখোজ্জলকারী এই বীরদের ভক্ত দর্শকেরা তাঁদের কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন; আর চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সেইদিন কলিকতায় আগত চীনা টীমের খেলোয়াড়গণও এই জয়নাদে যোগদিয়া ভারত গৌরব এই মুসলিম বীরদের অভ্যর্থনা করিলেন। পুলিস অতি কষ্টে হর্ষোন্মত্ত জনতাকে সরাইয়া পথ করিলে দর্শকগণ এই বিজয়ী দলকে মিছিল করিয়া, ব্যাণ্ড বাজাইয়া, জয়ধ্বজা উড়াইয়া, তাঁহাদের মোটর বাসে লইয়া গেল।

মোহামেডান স্পোর্টিংএর খেলোয়াড়গণ শিবিরে পৌঁছিলে কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সব অভিনন্দনকারীদের মধ্যে অনারেবল খাজা স্যার নাজিমউদ্দিন কে, সি, আই, ই, অনারেবল খান বাহাদুর আজিজুল হক, মিঃ আদমজী হাজীদাউদ, অনারেবল এইস্ এস্ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী, প্রমুখ অনেকেই ছিলেন।

১৯৩৬ ইংরাজীর ২রা জুলাই কেবল বাঙ্গলার খেলার ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভারতীয়দের খেলার ইতিহাসে অতি আনন্দের দিন বলিয়া স্মরণ থাকিবে। ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর লীগ জয় করা মোহামেডান স্পোর্টিংএর পক্ষে সত্য সত্যই অতি বীরত্ব ও নৈপুণ্য সূচক কাজ। এই সম্পর্কে ইহা অবশ্য ভুলিয়া যাওয়া উচিৎ নহে যে, এই জন্য জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ

ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারা অতি নিপুনভাবে টীমকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচন অতি প্রশংসনীয় ছিল।

পর পর তিন বৎসর লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব ভারতীয় টীমতো দূরের কথা, একমাত্র মিলিটারী দল 'ডারহাম লাইট ইন্‌ফেনট্রী' ছাড়া আর কেহ লাভ করিতে পারে নাই। কাজেই মোহামেডান স্পোর্টিংগুলের এই গৌরব সত্যই অভাবিতপূর্ব্ব, এবং খেলোয়াড় ভারতবর্ষ বাস্তবিক মোহামেডান স্পোর্টীংএর এই কৃতিত্বের জন্য পরম গৌরব বোধ করিতে পারে।

এবার প্রথম ডিভিশনলীগে মোহামেডানদলকে (১) ব্ল্যাকওয়াচ, (২) মোহনবাগান, (৩) ক্যালকাটা, (৪) ই-বি-আর (৫) কালীঘাট, (৬) এরিয়ান্‌স (৭) ইষ্ট বেঙ্গল (৮) কাষ্টমস্ (৯) ডালহৌসী (১০) পুলিশ ও (১১) এটাচড শেকশন এই এগারটী টীমের সহিত ২২টী খেলা খেলিতে হইয়াছিল। এই ২২টী খেলার মধ্যে মুসলিমদল ১৫টীতে জয়লাভ করিয়াছিলেন, ৬টীতে বিপক্ষের সহিত সমান ছিলেন এবং মাত্র ১টী খেলাতে তাঁহারা পরাজিত হইয়াছিলেন। মোহামেডানদল বিপক্ষদলগুলিকে ৪৫টা গোল দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে মাত্র ৮টা গোল হইয়াছিল। এই ৪৫টা গোলের মধ্যে হাফেজ রশীদ ১২টী গোল করেন। বাকী গোলের মধ্যে রহীম ১১টী, সাবু ৮টী, নূর মোহাম্মদ ৬টী, সলীম ৫টী, এবং ছোট রশীদ ৩টী করিয়াছিলেন। সবচেয়ে বেশী গোল মোহামেডান স্পোর্টীং দিয়াছিলেন এবং সবচেয়ে কম গোল তাঁহাদের বিরুদ্ধে হইয়াছিল।

দল হিসাবে গতবারের মোহামেডান টীম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যে দলের ফরোয়ার্ড-লাইনে আছে রশীদ, সলিম, আব্বাস, রহীম, সাবুর ন্যায় অব্যর্থ সন্ধানী সুনিপুন গোলকারী খেলোয়াড়, যাহাদের হাফ লাইনে আছে নূর মোহাম্মদ, ওয়াকিল আহমদ ও মাসুমের মতো পাহাড়ের ন্যায় অচল হ্যাফ ব্যাক, যাঁহাদের ব্যাকে চীনা-প্রাচীরের

তুইখানা অতি নিরাপদে হস্তের অধিকারীর অধিষ্ঠান, সে দল লীগের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। সত্যই এদল যে ক্রীড়া-নৈপুন্য দেখাইয়াছেন তার তুলনা হয় না। এই টীমে কোনরূপ তুর্ব্বলতা ছিলনা বলিলেই চলে।

রহমত মোহামেডানদল ছাড়িয়া যাওয়ায় মনে হইয়াছিল, এ-দলের ফরোয়ার্ড লাইন খুবই তুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাঁহার স্থানে সাবু যে খেলা দেখাইয়াছেন তাহা কোনরূপেই নিন্দনীয় হয় নাই। যদিও রহমতের অভাব তাঁহার দ্বারা পূর্ণ হয় নাই, তবু রহমতের 'আণ্ডারষ্টাডি' হিসাবে তাঁহার খেলা হইয়াছিল আনন্দনীয়।

তাহাছাড়া দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড রশীদ যে একাই ছিলেন এক-শ। এমন সেণ্টার ফরোয়ার্ড বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আর নাই। অতীতে এমনটী আর হইয়াছিল কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। রশীদের তীক্ষ্ণ তীব্র অব্যর্থ শটকে ভয় না করিত এমন ডিফেন্স ভারতের কোন দলে নাই। রশীদের পায়ে বল দেখিলে সন্মথ দত্ত ও কার্ভের মত শ্রেষ্ঠ ব্যাকও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। ডেভিস ও আর্ম্মষ্ট্রঙ্গের মত গোলকিপারও থতমত খাইয়া গিয়াছেন। রশীদ ফুটবল জগতের খাঁটী সোনা। তাঁহার সংস্পর্শে যে আসিয়াছে সে-ই সোনা হইয়া গিয়াছে। সাবুর কথা আগেই বলিয়াছি। রহমতের অভাব অপূরনীয়, এই বলিয়া যখন সকলে আফসোস্ করিতে ছিলেন, তখন রশীদ বলিয়াছিলেন—কোন চিন্তা নাই, সবই ঠিক হইয়া যাইবে। বাস্তবিকই তাঁহার সংস্পর্শে সাবু উন্নত শ্রেণীর খেলা দেখাইয়াছেন। রহমত তিনি হইতে না পারুন, কিন্তু রহমতের অভাবতো তিনি কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই। আর এ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে রশীদের সোনার কাঠির স্পর্শেই।

পাঁচটী খেলা বাকী থাকিতে এই রশীদ যখন এটাচ্ড্ সেকশনের

ফেলিলেন- তখন দর্শকদের এবং টীমের খেলোয়াড়দের ভিতর যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন রশীদ ফুটবল জগতের কতখানি! এমন জনপ্রিয় খেলোয়াড় আর কলিকাতায় দেখা যায় নাই।

রহীম, সলিম, আব্বাস্ও এবার প্রশংসনীয় খেলা খেলাইয়াছেন। রহীমের গোল কথার ক্ষমতা অতি অদ্ভুত, শুধু অদ্ভুত নয়—অনুকরণীয়। এমন কঠিন ম্যাঙ্গেলে শট করিয়া গোল করিতে আর বড় কাহাকেও দেখা যায় নাই। কিন্তু লীগের শেষের দিকের খেলা গুলিতে তাঁহার খেলা আশানুরূপ হয় নাই। তাহার কারণ—প্রথমতঃ সেণ্টার ফরোয়ার্ড রশীদের অভাব, দ্বিতীয়তঃ পায়ে ভীষণ চোট লাগায় যথেচ্ছা ভাবে পা চালনার শক্তির অভাব।

সলিমের খেলা উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে চলিয়াছে। তাঁহার খেলা দেখিয়া মনে হইয়াছে রাইট আউটে তাঁহার জোড়া নাই। ইষ্ট বেঙ্গলের দুলালকে কেহ কেহ সর্ব্বোত্তম রাইট-আউট বলিয়া মনে করেন বটে, কিন্তু সলিমের সে ডেভিড্-ত্রাস তীব্র শট ও গোল করার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়।

আব্বাসের কথা বেশী করিয়া বলিবার দরকার নাই। তিনি যে আমাদের ভাবী উত্তরাধিকারী এ কথা ক্রীড়ামোদী মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সেণ্টার হাফ্ নূর-মোহাম্মদের খেলার তুলনা হয় না। শুধু এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে তাঁহার জোড়া নাই। চীনাদলের সঙ্গে ভারতের যে আন্তর্জ্জাতিক খেলা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের হইয়া খেলিয়াছিলেন নূর-মোহাম্মদ। চীনা সেণ্টার-হাফ্ আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খেলোয়াড়। তাঁহার সঙ্গে তুলনায় নূর-মোহাম্মদের খেলা হইয়াছিল উন্নততর, এ কথা নিরপেক্ষ দর্শকের অনেকেই বলিয়াছেন। স্বাচ্ছন্দ্যে [illegible] বিনা দ্বিধায় বলা চলে নূর-

আরিফ আহমেদ, মাসুম, ও নসীমের খেলাও আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতির উপযুক্তই হইয়াছিল। কলিকাতায় ইহাদের জোড়া নাই। আন্তর্জ্জাতিক খেলায় কয়েকবার ইহাদের নির্ব্বাচনই এ কথার প্রমাণ।

জুম্মাখানের মত ব্যাক ভারতীয় কি ইংরাজ, সিভিল কি মিলিটারী কোন টীমেই বর্ত্তমানে নাই। বার বার আন্তর্জ্জাতিক খেলায় নির্ব্বাচন, এবং বিশেষ করিয়া চৈনিক টীমের বিরুদ্ধে সিভিল-মিলিটারী দলের যে টীম নির্ব্বাচিত হয় তাহাতে অন্যতম ব্যাকরূপে তাঁহার নির্ব্বাচন এ কথার সত্যতা প্রমাণ করিবে। বাস্তবিকই তিনি ফুটবল ফিল্ডের "জবল্ তারেক"। এতৎব্যতীত সিরাজুদ্দীন ও শফী ব্যাকে চীনা-প্রাচীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মোহামেডান দল যে এবার সব চাইতে কম গোল খাইয়াছেন. ইহাঁদের অসাধারণ কৃতিত্বই তার কারণ।

এ সম্পর্কে গোল-কীপার ওসমানের কৃতিত্বের কথা স্মরণ না করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। তাঁহার ন্যায় দক্ষ গোল-কীপার সচরাচর দেখা যায় না। যেখান হইতে এবং যে য্যাঙ্গলেই শট আসুক না কেন, আর সে শট যত তীব্র ও অব্যর্থই হউকনা কেন, তা বার বার ওসমানের নিরাপদ হাত দুখানায় ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাঁহার গোল-কিপিং দেখিয়া দর্শকদের কণ্ঠ হইতে বহু বার স্বতঃউৎসারিত ধ্বনি উঠিয়াছে—চমৎকার!

এমন নিখুঁত খেলোয়াড়দলের সামনে কার শির অবনত না হইয়া পারে? ফলে লীগের সকল দলই তাঁদের সামনে অবনত শির হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

মুসলিমদল তৃতীয়বার লীগ জয় করিয়া চ্যাম্পিয়ন হইলে, কলিকাতায় জন-সাধারনের মধ্যে অতিশয় উৎসাহ এবং আনন্দ দেখা যায়। চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়গণ অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কাজেই অনেকদিন পর্য্যন্ত

লীগজয়ে অভিনন্দন

ব্যস্ত থাকিতে হয়। এই বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়া দেশের বহু বিশিষ্ট জন-নায়ক অভিনন্দন প্রেরণ করেন।

মাননীয় নওয়াব খাজা হবিবুল্লাহ বাহাদুর বিজয়ীগণকে অভিনন্দন করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন:—

নবাব হবিবুল্লাহ্ বাহাদুর।

"মোহামেডান স্পোর্টিং ফুটবল টীমের আশ্চর্য্যজনক গৌরব লাভে শুধু মুসলমানগণ নয় সমগ্র ভারতবাসী গৌরবান্বিত। ইহাতে সকলেই শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন যে, মিলিত শক্তি সত্যকার নেতৃত্বে কত অসাধ্য-সাধন করিতে পারে, তা' সে রাজনীতি ক্ষেত্রেই হোক আর খেলার মাঠেই হোক। এই শক্তি বলেই গত-কল্যকার "শিশু" মোহামেডান স্পোর্টিং আজিকার দৈত্যে পরিণত হইয়াছে।

মোহামেডান স্পোর্টিংএর গৌরবময় বিজয়ে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি, এবং আশা করিতেছি এই বিজয় তাঁহাদিগকে বৃহত্তর গৌরবের পথে লইয়া যাইবে।

—খাজা হবিবুল্লাহ—

বাংলার বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক লিখিয়াছিলেন :—

মোহামেডান স্পোর্টিংএর আদি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আমিও একজন বলিয়া কলিকাতার সমস্ত ভারতীয় ক্লাবের মধ্যে এই ক্লাবের অভূত-পূর্ব্ব রেকর্ড সৃষ্টিতে আনন্দিত হইবার আমারও বিশেষ দাবী আছে। ....বিপদ আপদের সম্মুখেও যে আমরা জয়ী হইতে পারিয়াছি,
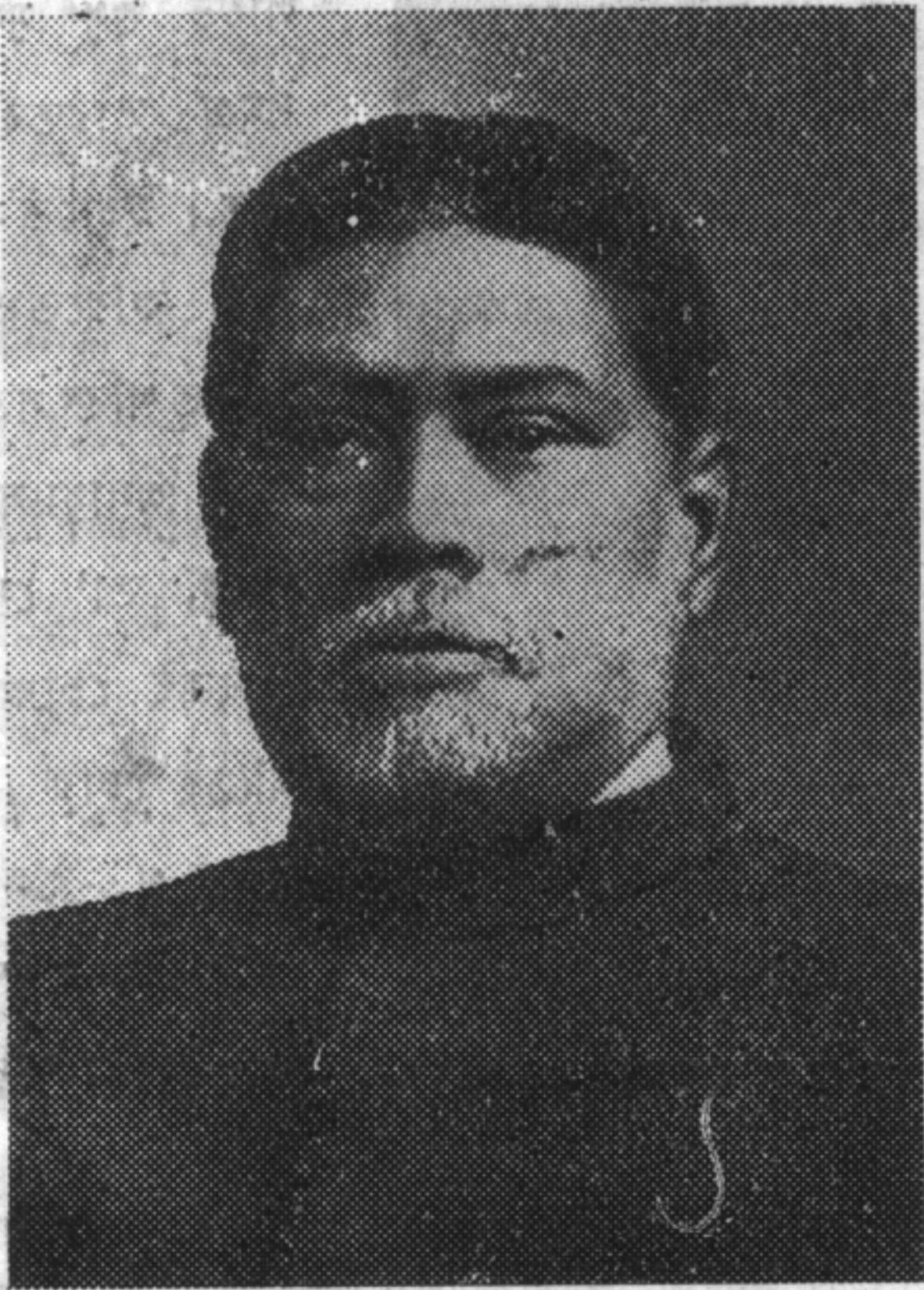
অনারেবল এ, কে, ফজলুল হক।

তজ্জন্য খোদার নিকট কৃতজ্ঞ থাকার বিশেষ কারণ আছে। মোহামেডান স্পোর্টিংএর বিজয়-পতাকা যেন কখনও অবনত না হয়, তাঁহারা বিজয় ও কৃতকার্য্যতার পথে যেন নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারেন, ইহাই প্রার্থনা।

স্যার আব্দুল হালিম গজনবী লিখিয়াছেন ঃ—ডারহাম লাইট ইনফ্যানট্রি ১৯৩১, ৩২, ৩৩, সালে লীগ জয় করিয়াছিলেন। মোহামেডান স্পোর্টীংও পর পর তিন বৎসর লীগ বিজয় করিয়া সেই গৌরবান্বিত অবদানের সমকক্ষ হইলেন। মোহামেডান স্পোর্টীং তাঁহাদের যে ইতিহাসের সৃষ্টি করিলেন তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী গৌরবান্বিত। আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমার ধ্রুব-বিশ্বাস যে, অদূর ভবিষ্যতে আরও সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের জন্য সঞ্চিত আছে।

শীল্ড খেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ৪ঠা জুলাই তারিখে (১৯৩৬ ইং)

চীনা ওলিম্পিক টীম
বনাম
ভারতবর্ষ

বাছাই ভারতীয় দলের সহিত ওলিম্পিক-যাত্রী চীনা টীমের আন্তর্জ্জাতিক ম্যাচ হইল। এই ম্যাচে মোহামেডান স্পোর্টীংএর নূর মোহাম্মদ, মাসুম, সলিম, রহিম ও আব্বাস খেলায় নামিলেন। এই খেলা দেখিবার জন্য অসংখ্য দর্শক মাঠে জড় হইয়াছিলেন।

চীনারা, বিশেষ করিয়া ব্যাক লিঃ টীন সাং এবং সেণ্টার-ফরওয়ার্ড লি ওয়াই টং এত সুন্দর খেলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী-ক্রীড়ামোদীগণ যাঁহারা এই খেলা দেখিয়াছেন তাঁহাদের ইহা চিরকাল মনে থাকিবে। ভারতীয়গণও এঁদের সহিত ভাল খেলিয়াছিলেন। চীনাদের সেণ্টার-ফরওয়ার্ড আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এবং তাঁহার খ্যাতির অনুরূপই তিনি খেলিয়াছিলেন কিন্তু সেণ্টার-হাফে সেদিন নূর-মোহাম্মদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া একবাক্যে স্বীকৃত হন। খেলা ১—১ গোলে ড্র হয়।

এ দিন ভারতের সম্মান রক্ষা হইয়াছিল সত্য কিন্তু রসিদ ও সামাদের অভাব আবার এ বারে নূতন করিয়া অনুভূত হইয়াছিল। সকলের মুখেই ধ্বনিত হইতে লাগিল যে, আজ যদি রসিদ ও সামাদ ভাল থাকিতেন!" সত্যই তাঁহারা দুইজন যদি আহত না হইতেন, তাহা হইলে চীনাগণকে পরাজয়-কালিমা মাখিয়াই ভারত হইতে ফিরিতে হইত।

রসিদ সামাদের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত

৬ই জুলাই তারিখে চীনা দলের সহিত ভারতীয় বাছাই সিভিল ও মিলিটারী দলের আর এক খেলা হয়। তিন জন মাত্র ভারতীয় এ খেলায় স্থান পাইয়াছিলেন—এঁরা মোহামেডান স্পোর্টিংএর জুম্মাখান, সলিম ও রহিম। সলিম চাকুরী পাইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ায় তাঁর স্থানে খেলেন ডালহৌসির সি, ব্রাউটন। চীনারা ১ গোলে সিভিল-মিলিটারীকে পরাজিত করে। যাহা হউক, এই উভয় আন্তর্জ্জাতিক খেলায়ই টীম হিসাবে মোহামেডান স্পোর্টিংই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খেলোয়াড় সরবরাহ করিয়াছে এবং ইহাতেই সমগ্র ভারতের ইংরাজ-ভারতীয়, সিভিল-মিলিটারী সকল টিমের মধ্যে মোহামেডান স্পোর্টিংএর স্থান কত উচ্চে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।

চীনা বনাম সিভিল মিলিটারী

৮ই জুলাই (১৯৩৬ ইং) তারিখ হইতে আই, এফ, এ, শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়। ২য় রাউণ্ডে লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান দল ভবানীপুর দলের সম্মুখীন হইলেন।

শীল্ড খেলা আরম্ভ

মোহামেডান স্পোর্টিংদল ভবানীপুরদলকে অনায়াসে ১ গোলে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের ২য় রাউণ্ডের খেলা শেষ করেন।

১১ই জুলাই তারিখে লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান দলের সহিত ৫২নং

জন্য মাঠে অসম্ভব ভীড় হইয়াছিল। অতিরিক্ত সময় খেলার পর ও খেলাটি ১—১ গোলে ড্র হওয়ায় পরের দিনের জন্য স্থগিত থাকে।

২৩শে জুলাই তারিখে মোহামেডানদল ৩-২ গোলে বেরেলী হইতে আগত ৫২নং লাইট ইন্‌ফ্যানট্রী সৈনিকদলকে পরাজিত করিয়া ৪র্থ রাউণ্ডে উন্নীত হন। এই দিনের খেলা দেখার জন্যও পূর্ব্বদিনের মত মাঠে অত্যন্ত জনসমাগম হইয়াছিল। এই খেলায় মোহামেডানদল যে নিপুন ও উচ্চাঙ্গের খেলা প্রদর্শন করেন তেমন খেলা কলিকাতা মাঠে খুব কমই খেলা হইয়াছে। কলিকাতার খেলার ইতিহাসে এই খেলার স্মৃতি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

২৭শে জুলাই তারিখে মোহামেডান স্পোর্টিংদল দুর্দ্ধর্ষ "ডারহাম্‌স্" দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করায় এবং হাওড়াদল ১৯৩৫ সনের শীল্ড হোল্ডার ইষ্ট ইয়র্কদলকে বিদায় দেওয়ায় সেমিফাইনালে স্থানীয় এই উভয় দল একে অন্যের সহিত শক্তি পরীক্ষায় প্রস্তুত হন। ডারহাম্‌স্ দলকে পরাজিত করারদিন কর্দ্দমাক্ত মাঠেও মোহামেডানদল এত চমৎকার খেলিয়াছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বোম্বাইর এই সৈনিকদল একেবারে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সাবু, আব্বাস, ছোট রশীদ এইদিন এত চমৎকার খেলিয়াছিলেন যে, বাস্তবিকই তাঁহার তুলনা হয় না। খেলার শেষে পরাজিত ডারহাম্‌স্‌দলের ক্যাপ্টেন মন্তব্য করেন,—"উৎকৃষ্ট দলই জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভাগ্য আরও সুপ্রসন্ন হউক। আমাদের ক্ষোভের কারণ কিছুই নাই—আমরা উন্নততর খেলোয়াড়দলের কাছে ভাল ভাবেই পরাজিত হইয়াছি।"

৩০শে জুলাই তারিখে সেমি ফাইনালে হাওড়া দলকে ৫-০ গোলে

সেমিফাইনাল

পরাজিত করিয়া মোহামেডানদল এইদিন প্রমাণ করিয়াদেন যে, ডি, সি, এল, আই, এবং রয়েল ইষ্ট ইয়র্ক বিজয়ী হাওড়া ইউনিয়নদল তাঁহাদের সামনে দাঁড়াইবার যোগ্যও নন।

খেলার প্রথমার্দ্ধে হাওড়াদলের সব খেলোয়াড় মিলিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করেন ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপর্যুপরি ৫টী গোল করিয়া "মোহামেডান"দল তাঁহাদের দুদ্ধর্ষতা প্রমাণ করেন। এইদিন বিজয়ীদলের প্রত্যেকটী খেলোয়াড় এত ভাল খেলিয়াছিলেন যে, মনে হইয়াছিল এমন সুন্দর খেলা এ যাবত কোন টীমের কোন খেলোয়াড়ই দেখাইতে পারেন নাই।

শীল্ড বিজয়ের পথে মোহামেডান দলের অভিযান

২য় রাউণ্ডে ভবানীপুরকে, ৩য় রাউণ্ডে ৫২নং লাইট ইনফ্যানট্রীদলকে, ৪র্থ রাউণ্ডে বোম্বায়ের ভারত বিখ্যাত সৈনিকদল ডারহাম্‌স্ ইনফ্যাণ্ট্রিকে এবং সেমিফাইনালে হাওড়া ইউনিয়নদলকে অতি শোচনীয় ভাবে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়া ফুটবল জগতের বিস্ময় "মোহামেডান স্পোর্টীংদল আই, এফ, এ, শীল্ডের ফাইনালে উন্নীত হন। উপর্যুপরি তিন বৎসর লীগ বিজয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই শীল্ডের ফাইনালে উন্নীত হওয়া ইতি পূর্ব্বে আর কোন খেলোয়াড়দলের পক্ষেই সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং "মোহামেডান" দলের এই বিস্ময়কর প্রগতির কথা ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

খেলার মাঠের দৃশ্য

শনিবার ১লা আগষ্ট তারিখে "শীল্ড ফাইটার" নামে খ্যাত কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় টীম "ক্যালকাটা"দলের সহিত মোহামেডান স্পোর্টিংদলের ফাইনাল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। খেলা দেখার জন্য মাঠে এত জনসমাগম হইয়াছিল যে, ইতিপূর্ব্বে এরূপ অভাবনীয় দৃশ্য আর কখনও দেখা যায় নাই। মাঠে দর্শকের প্রবেশ মূল্য এই দিন চারগুণ বর্দ্ধিত হইলেও প্রায় সব টিকেট পূর্ব্ব-দিনই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল এবং স্থানাভাবের ভয়ে অনেক লোক খেলার দিন সকাল হইতেই মাঠে প্রবেশ করিয়া সেখানেই খাওয়া দাওয়া করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। যাহারা ভাগ্যক্রমে টিকেট

হইয়া মাঠের পার্শ্ববর্ত্তী কেল্লার উঁচু ঢিবিতে আশ্রয় লইয়া দূর হইতে কোন রকমে খেলা দেখার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহা ছাড়া ইডেন গার্ডেন ময়দানের অনেক বৃক্ষ-শাখায়ও অসংখ্য লোককে দেখা গিয়াছিল। মোটের উপর মনে হয়—এইদিন খেলা দেখার জন্য লক্ষাধিক লোক মাঠে সমবেত হইয়াছিল। বাঙ্গালার গবর্ণর মহোদয় স্বয়ং এই দিন খেলা দেখার জন্য মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

লীগ চ্যাম্পিয়ন দুর্দ্ধর্ষ মোহামেডান দলের সহিত সুপ্রাচীন 'শীল্ড ফাইটার' ক্যাল্‌কাটাদলের খেলা; সুতরাং সকলেই আশা করিতেছিলেন, খেলা প্রকৃতই অতি উচ্চ ধরনের হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত "মোহামেডান" দলই বিজয়ী হইয়া ভারতীয় ফুটবলের সব গৌরব একচেটিয়া ভাবে আহরণ করিয়া লইবেন, ইহাও সকলেই মনে করিয়াছিলেন। কার্য্যতঃ খেলা প্রকৃতই অতি উচ্চ ধরণের হইয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা গোল-শূন্যভাবে অমীমাংসিতই রহিয়া যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে "মোহামেডান"দলের প্রত্যেকটী খেলোয়াড়ই এমন বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন যে, 'ক্যালকাটা' দলকে অতি কষ্টে কোন রকমে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। "মোহামেডান"দল তিন চার বার গোল করার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু রেফারী "অফ সাইড" ঘোষণা করায় কোন বারেই গোল হইতে পারে নাই। 'মোহামেডানদলের' এই দিনের খেলা দৃষ্টে সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল দল এবং হয়ত সমগ্র এশিয়ায়ও তাঁহাদের সমকক্ষদল খুঁজিয়া পাওয়া কষ্টকর হইবে।

৩রা আগষ্ট সোমবার আবার খেলা আরম্ভ হয়। ঐ দিনও খেলায় কোন পক্ষে গোল হয় নাই। সুতরাং দর্শকেরা আরও একদিন খেলা

দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সেই দিন খেলার একটা মীমাংসা হইলে ভাল হইত।

লীগ বিজয়ী "মোহামেডান" দলের শীল্ড লাভ

৫ই আগষ্ট বুধবার ভারতীয় ফুটবলের গৌরব মোহামেডান স্পোর্টিং দল এবং শীল্ড ফাইটার "ক্যালকাটা" দলের মধ্যে শীল্ড লাভার্থে আবার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। "মোহামেডান" দলই তাঁহাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সর্ব্বপ্রথম মাঠে অবতীর্ণ হন। এবং তাহার কয়েক মিনিট পরে ক্যালকাটা দল নামেন। টসে জয়লাভ করিয়া "ক্যালকাটা" দল কেল্লার দিকে গোল রক্ষা করিয়া খেলা আরম্ভ করেন এবং মোহামেডান দল ইডেন গার্ডেনের দিকের গোল রক্ষা করিতে থাকেন।

খেলা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালকাটার গোল রক্ষক আর্ম্মষ্ট্রংয়ের ডাক আসিল শক্তি পরীক্ষার জন্য। রহীম গোল লক্ষ্যে বল মারিলেন, কিন্তু আর্ম্মষ্ট্রংয়ের ষ্ট্রং হাত তাহা ধরিয়া ফেলিল। তাতে কিন্তু বিপদ কাটিল না। সাবু ও রহীম আবার পর পর গোলে শট করিতে লাগিলেন কিন্তু আর্ম্মষ্ট্রং তাহাও রক্ষা করিলেন। আব্বাস আবার বল ধরিলেন ও শট করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় তাঁহার পা হইতে বিপক্ষদল বল কাড়িয়া লইল। অপর দিকে বল চলিয়া গেল এবং মোহামেডান স্পোর্টিংএর গোলে টার্ণবুল মাটী ঘেসা "শট" মারিলেন। ওসমান বেগতিক দেখিয়া বল কর্ণার করিয়া দিলেন। মোহামেডান রক্ষণভাগ ক্যালকাটার কর্ণার শট হইতে বল ধরিয়া ক্যালকাটার গোলের দিকে ধাবিত হইলেন। নূর-মোহাম্মদ বল লইয়া রহীমকে পাশ করিলেন, তিনি বলটী লইয়া গোলে মারিবেন এমন সময় আর্ম্মষ্ট্রং আসিয়া বলের গতি অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু পার্শ্বে ছিলেন সুযোগ সন্ধানী অব্বাস, তিনি বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া আসিয়া গোলে এক শট মারিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে শট

আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ চলিতে লাগিল এবং বিশ্রামের বাঁশী যখন বাজিল্ তখন পর্য্যন্ত কোন পক্ষে কোন গোল হইল না।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহামেডান ক্যালকাটাকে চাপিয়া ধরিলেন। সাবু ক্যালকাটার রক্ষণভাগ ভেদ করিয়া বল লইয়া চলিলেন আর্ম্মষ্ট্রংকে পরীক্ষা করিতে, এমন সময় তাঁহাকে পশ্চাত হইতে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই জন্য মোহামেডান দলকে পেনালটী দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রেফারী তাহা দেন নাই। তাহার পর ওয়াকিল আহামদ বাচ্চিখানকে একটী বল যোগাইয়া দেন। বাচ্চিখান তাহা তৎপরতার সহিত সেণ্টার করেন। আব্বাস দৌড়িয়া আসিয়া বলটী ধরিয়া শট করিতে যাইবেন, এমন সময় ব্যাক টমসনের সহিত তাঁহার ধাক্কা লাগে। বল গড়াইয়া পার্শ্বে সরিয়া যায়। এমন সময় ছোট রশীদ ছুটিয়া আসিয়া চাপা শটে বলটী গোলে ঢুকাইয়া দেন।

মাঠের জন-সমুদ্র ততক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া খেলা দেখিতেছিল; চ্যাম্পিয়ন দল গোল করায় বদ্ধ আনন্দ যেন অর্গল ভাঙ্গিল। যুবক-বৃদ্ধ নির্বিবশেষে সকলে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আজ সকলে পদমর্য্যাদা ভুলিয়া, বয়সের তারতম্য ভুলিয়া, গলাগলি করিয়া আনন্দে লাফাইতে লাগিল। আকাশে পায়রা উড়িল, হ্যাট, টুপি, ছাতা যার যা হাতে ছিল সব উড়িল। এই আনন্দ কল্লোল থামিতে কয়েক মিনিট কাটিয়া গেল।

খেলা চলিতেছে। মোহামেডান দল ক্যালকাটাকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। এই সময় ক্যালকাটার রক্ষণভাগের একজন হ্যাণ্ডবল করিল এবং একটু পরে একজন রহীমকে ফাউল করিল কিন্তু রেফারী এই দুইটী ফাউলই উপেক্ষা করিলেন।

ইহার পর রহীম ও আব্বাস আদান প্রদান করিয়া বল লইয়া অগ্রসর হইলেন, এবং গোলের সম্মুখে সাবু আব্বাসকে একটী সুন্দর পাশ দিলেন,

আব্বাস সত্বর নিজের ভুলের জন্য ক্ষতি-পূরণ করিলেন। তিনি সাবুকে আবার সুন্দর বল যোগাইয়া দিলেন। সাবু গোলে তীব্র শট করিলেন, কিন্তু আর্ম্মষ্ট্রং বলটী কোন গতিকে 'ওভার' করিয়া দিলেন।

খেলা শেষ হওয়ার দুই মিনিট পূর্ব্বে মোহামেডান স্পোর্টিংএর গোলের সাম্‌নে গোল মালের সৃষ্টি হয়। ষ্টাইল একটী বল গোল লক্ষ্য করিয়া মারেন; ওসমান বলটীর গতি ফিরাইয়া দেন। এই সময় টেলর ও হোয়াইটহেড্ ওসমানকে চার্জ্জ করেন। ওসমান ফাউল হইয়াছে বলিয়া রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেষ্টিত থাকেন; সেই অবসরে হোয়াইটহেড গোলে বল ঢুকাইয়া দেন।

এইরূপে খেলার সময় উত্তীর্ণ হওয়ার এবং দুই পক্ষে একটী করিয়া গোল হওয়ায় আবার অতিরিক্ত সময় খেলানো হয়।

অতিরিক্ত সময়ে ক্যালকাটা প্রথম আক্রমণ করে, কিন্তু পরক্ষণেই নূর-মোহাম্মদ এক লম্বা দৌড় দিয়া বাচ্চিখাঁর নিকট বল যোগাইয়া দেন। তিনি রহীমকে থ্রু পাশ দিলে তিনি কড়া ধরণের একটী 'শট' দিয়া আর্ম্মষ্ট্রংকে পরাজিত করেন।

ইহার পরে রেফারীর খেলা সমাপ্তির হুইসেল বাজিয়া উঠে। অমনি জনতা "আল্লাহু-আকবর" ধ্বনি করিয়া বিজয়ী বীরগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

"আলহাম্‌দোলিল্লাহ"—ভক্তচিত্তের কৃতজ্ঞতাসূচক ধ্বনি লক্ষ কণ্ঠে নিনাদিত হইল—"আলহাম্‌দোলিল্লাহ্"। ৫ই আগষ্ট ক্যালকাটা মাঠে মেজ্জির খেলা শেষের বাঁশী যখন বাজিয়া উঠিল, তখন আনন্দ-উদ্বেল চিত্তে লক্ষ মুসলমান সমবেত কণ্ঠে বিশ্ব-পিতার নিকট তাঁদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন—"আলহাম্‌দোলিল্লাহ"। কিন্তু কেবল শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

লক্ষ কণ্ঠে বিজয়ী দল সম্বর্দ্ধিত

করিলেন "আল্লাহু-আকবর"! তার পর খেলার মাঠের বীর বাহিনী অভি-নন্দিত হইল "মোহামেডান স্পোর্টিং জিন্দাবাদ" "লীগ চ্যাম্পিয়ন জিন্দাবাদ" "শীল্ড চ্যাম্পিয়ন জিন্দাবাদ"—আর ওদিকে কবি-কণ্ঠে সুললিত স্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল :—

সাবাস সাবাস বীর বাচ্চা, সাচ্চা 'মোহামেডান' দল,
গৌরী-শিখর পড়ল লুটে এবার ধরার ধূলির তল।

'শেরে খোদা' ভেঙেছিল কেল্লা-কপাট খায়বারের।
সেই কুওত ও জোশ জেগেছে, খেলার মাঠে আজ কি ফের?
'ক্যালকাটার' এই 'কারবালাতে' মশক ভরি' আয় 'আব্বাস,'
নূতন যুগের মুস্‌লিমের আজ মিটালে ভাই সব পিয়াস।
ওলিদ-সেনা ঘিরেছিল আজো তোমার তেমনি পথ,
সকল বাধা ভাঙলে তবু,—রুখ্‌তে নাহি পারলো রথ।
আজ মনে হয় 'খালেদ' 'তারেক' ফের নেমেছে ময়দানে,
তাইত আবার দিক্‌ মুখর আজ মুসলমানের জয়গানে।
খোদার কালাম 'কোরাণ' বুকে হাফেজ 'রশিদ' দুর্নিবার,
দিক হ'তে দিক দিগন্তরে উঠ্‌ছে তাহার হু-হুঙ্কার।
রণ-সামিল আজ নয় যদিও, জেহাদ হ'তে বঞ্চিত,
তবু তাহার বক্ষে যে তেজ বহ্নি-শিখা সঞ্চিত,
সেই আগুনের ফুল্‌কী উড়ে ছড়িয়ে গেছে সব বুকে,
ময়দানে আজ সবাই 'রশিদ,' কেউ নহে কম—কা'র রুখে!

খেলার মাঠ সে বলবে কে রে?—এই এ-যুগের 'ইয়ারমুক'—

অমনি যেন উঠ্‌ল দুলে তরঙ্গ উন্মত্ততায়;
মেশিনগানের ছুট্‌ল গোলা হাজার হাজার উল্কাপ্রায়।
মধ্যখানে 'নূর মোহাম্মদ' আঁধার হ'লেই জ্বালায় নূর
সকল দিকে সবার প্রাণে শক্তি জাগায় ভাঙ্‌তে তূর।
'নূর মোহাম্মদ' সত্যি যেন এককণা নূর-মোহাম্মদ,
স্বর্গ হ'তে ঠিক্‌রে এসে পড়্‌ল হঠাৎ সে-সম্পদ।
'জাবল'গিরির সঙ্গে যেন, শত্রুমুখে, হে নির্ভীক,
একলা গিয়ে হানা দিলে; চাইলে না নিজ প্রাণের দিক।
দুই হাতে দুই জেন্দা কামান, 'আকিল' 'মাসুম' ভয়ঙ্কর,
সাধ্য কাহার সামনে আসে ?—দেখ্‌লে কাঁপে সব অন্তর।
রক্ষী সজাগ 'ওসমান' ওই শিবির-দ্বারে অচঞ্চল,
আঘাত এলেও আঘাত পেয়ে শেষ যেখানে হয় বিফল।

ময়দানেরি সিংহ-শাবক 'শফি' এবং 'জুম্মাখান',
দুর্ভেদ্য 'চীনের প্রাচীর' সামনে খাড়া দুই জোয়ান।
সবার পরে, রহম খোদার বর্ম যাদের সৈনিকের
তাদের সাথে লড়তে আসা খেয়াল শুধু উন্মাদের।

ডাইনে বামে তড়িৎ-বেগে লাইন ধ'রে ছুটল যেই
'বাচ্চি খাঁ আর 'আব্বাস' বীর—কারুর তখন রেহাই নাই।
'ছোট্ট রশিদ' বাচ্চা হলেও রশিদ্ নামের এমনি জোর
কোন্ ফাঁকেতে সেইত প্রথম বিজয়পুরীর খুল্‌ল দোর।
সেইত প্রথম করল শিথিল 'আর্মস্ট্রং'এর স্ট্রং দু'আর্ম,
সবার আঘাত ব্যর্থ হ'য়ে ফিরল যেথায় অবিশ্রাম।
আক্রমণের অগ্র-নায়ক 'সাব' এবং বীর 'রহিম,'

ভারতবাসীর গর্ব্ব এরা, নয়ক শুধুই মুসলমান,
সবার গলের মাল্যজয়ী জন্মভূমির সুসন্তান।
মরণমুখী জাতির মুখে করল এরাই আলোকপাত—
সেই আলোকে মনের আঁধার হয়েছে আজ সব নিপাত।

তোমাদের আজ এই যে বিজয়, রেকর্ড ইহার খাতায় নয়,
ভারতবাসীর মনের পটে থাকবে, তাহার নাইক ক্ষয়।
ভবিষ্যতের ভাইরা মোদের সামনে রাখি এই স্মৃতি,
জীবন-রণে সকল পথে আনবে তারা জয় নিতি।

শীল্ড বিজয়ে মোহামেডান স্পোর্টিংএর নিম্নলিখিত বীরগণ সামিল ছিলেন—ওসমান (গোল-কীপার) শফী (রাইট ব্যাক) জুম্মাখান (লেফট ব্যাক) নূর মোহাম্মদ (সেণ্টার হাফ) আকেল আহমদ (রাইট হাফ) মাসুম (লেফট হাফ) বাচ্চিখান (রাইট আউট) রহীম (রাইট ইন) সাবু (সেণ্টার ফরোয়ার্ড) ছোট রশিদ (লেফট ইন্) আব্বাস (লেফট আউট, ক্যাপ্টেন)।

খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ও বিশ্রামের সময় মাঠে সামরিক ব্যাণ্ড বাজান হইয়াছিল। বাঙ্গালার গবর্ণর মহোদয় পূর্ব্ববর্ত্তী দুই দিনের মত বুধবারেও মাঠে উপস্থিত ছিলেন। খেলার শেষে বিজয়ী মোহামেডান দলের ক্যাপ্টেন তাঁহার টীমকে গবর্ণর বাহাদুরের নিকট উপস্থিত করেন। গবর্ণর তাঁহাদের সকলের সহিত করমর্দ্দন করেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বিজয়ীদলের খেলোয়াড়গণকে অভিনন্দিত করেন। তৎপরে লাট সাহেব বিজয়ীদলের ক্যাপ্টেন আব্বাসকে শীল্ড উপহার দেন। ক্যালকাটাদল "থ্রি চিয়ার্স" দিয়া মোহামেডান স্পোর্টিংদলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

তারপর ক্যালকাটাকে যখন রানার্স কাপ দেওয়া হয় তখন শীল্ড

খেলার শেষে ক্যালকাটা মাঠে আর এক নয়ন তৃপ্তিকর দৃশ্য চোখে পড়িল। মাঠের মধ্যের জয় কোলাহল থামিতে না থামিতে মগরেবের নামাজের আজান ধ্বনিত হইল। মুহূর্ত্তে সাময়িকভাবে আনন্দ কোলাহল বন্ধ হইল। মোমেনগণ উপস্থিত আনন্দ ক্ষণিকের জন্য দমন করিয়া এমামের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন। জামাতের ইমামতি করিলেন লাহোরের 'জমিদার' পত্রিকার সম্পাদক মৌলনা জাফর আলী খান।

মাঠের বাহিরের দৃশ্য

মোহামেডান স্পোর্টিং এর খেলোয়াড়গণ খেলার মাঠ হইতে বাহির হইলে অগণিত জনতা তাঁ'দের হৃদয়ের আনন্দ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতে অগ্রসর হইল। জনতার মধ্য হইতে কয়েকজন লোক খেলোয়াড়গণকে পুষ্প মাল্যে ভূষিত করিয়া কাঁধে করিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন।

মোহামেডান স্পোর্টিংএর তাঁবুতে ও সুবিদ আলী বিল্ডিংএর নিকটে অগণিত জনসমাগম হইল। সকলেই এই যুগ-স্রষ্টাগণকে এক নজর দেখিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। খেলোয়াড়গণও দোতালার বারান্দা হইতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া জনতাকে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর জানাইলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা সুখী এবং সুখী

সুবিদ আলী বিল্ডিংএর অপর পার্শ্বে ম্যাজেষ্টিক হোটেলের একটী কামরায় দেখা গেল ফুলের স্তূপের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একজন সদা হাস্যময় যুবক দুই হাত তুলিয়া ঘন ঘন তসলিম জানাইতেছেন—সমাগত জনগণের অভিনন্দন গ্রহণ করিতেছেন। ইনি হাফেজ আহমদ রশীদ—মোহামেডান স্পোর্টিংএর প্রাণ। আজ তাঁহার মত সুখী কে? অথচ এঁর মত অসুখীও কেহ নাই। কারণ এই গৌরবের দিনে তিনি সেনাপতি হইয়াও নিজ

তৎপরে মোহামেডান স্পোর্টিংএর বীর খেলোয়াড়গণকে মোটর বাসে উঠাইয়া বাদ্য বাজাইয়া শীল্ডসহ সহস্র সহস্র লোকের এক মিছিল বাহির হইল এবং কলিকাতার বড় বড় রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাড়ী হইতে নরনারীগণ ভারত খ্যাত এই বীর সন্তানগণের উপর পুষ্প বৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। রাত্রের শেষভাগে জনতা কমিল, মিছিল থামিল এবং খেলোয়াড়গণ ছুটি পাইলেন।

লীগ বিজয়ী চ্যাম্পিয়নদল শীল্ড লাভ করিলে বহু খ্যাতনাম ব্যক্তির অসংখ্য অভিনন্দন পত্র ও টেলিগ্রাফ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হয়।

শীল্ড-বিজয়ে অভিনন্দন

মুর্শিদাবাদের মহামান্য নওয়াব আছেফ-কদর স্যার ছৈয়দ ওয়াছেফ আলী মীরজা মহব্বৎ-জঙ্গ রঈছুদ্দওলা, আমীরুল-ওমরা কে, সি, এস-আই, কে, সি, ভি, ও, লিখেন:—

বহু প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া আই, এফ, এ শীল্ড-প্রতিযোগিতায় জয়চিহ্ন অর্জ্জন করিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্যকরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা অতুলনীয় রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন এবং ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন—ক্রীড়া জগতে ইহা অক্ষয় ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহারা (মোহামেডান স্পোর্টিং) গৌরবান্বিত ফুটবল খেলোয়াড়। যখন যে-দলের সহিত তাঁহারা খেলিয়াছেন, তখন তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। তাঁহাদের সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ র'হিয়াছে। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা আরও নূতন নূতন যশগৌরবে গৌরবান্বিত হইবেন।

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি স্যার নাজিমুদ্দীন কে, সি, এস, আই, লিখেন:—

আই, এফ, এ, শীল্ড বিজয়ের সাফল্যে আমি মোহামেডান ফুটবল টীমকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আজ হইতে পাঁচ সপ্তাহ

করিয়াছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম, সর্ব্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতায় আই, এফ, এর, জয়চিহ্ন এবার তাঁহারাই অর্জ্জন করিবেন। আজ সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্ব টীমগুলিকে পরাজিত করিয়া অপূর্ব্ব সাফল্য ও দ্বিগুণ সম্মান লাভ করিয়াছেন।

স্যার নাজিমুদ্দিন।

একই বৎসরে একই ভারতীয় টীমের দ্বারা লীগ শীল্ড বিজয়, এই প্রথম। ভারতীয় ফুটবল দলগুলি ইহাতে অবশ্য উৎসাহিত হইবেন। এই হিসাবে এই জয় শুধু মোহামেডান-স্পোটিং ক্লাবের নয়; বরং ইহার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৃহত্তর দিক আছে।

এবারকার ফাইনালে বিজেতা ও বিজিত উভয়ের ক্রীড়া-নিপুণতা বিশেষ প্রশংসনীয়। —(স্বাঃ) খাজা নাজিমুদ্দীন।

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী ও বর্ত্তমান এসেম্ব্লীর সভাপতি মাননীয় আজীজুল হক লিখেন :—

মোহামেডান স্পোর্টিং লীগ ও শীল্ড বিজয়ী হইয়া যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে তার জন্য খেলোয়াড়গণকে ও সঙ্গে সঙ্গে টীমের পরিচালক ও কর্ম্মীগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। খেলার দিক দিয়া তাহারা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তার জন্য তাহারা সমগ্র মুসলমান সমাজের অভিনন্দনের পাত্র। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছি না যে, আজ মুসলমান খেলোয়াড়গণ যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন তার জন্য সমগ্র ভারত গৌরব বোধ করিতেছে।

—আজীজুল হক।

পত্রিকা জগতের অভিনন্দন

বুধবার সন্ধ্যায় মোহামেডান স্পোর্টিং অতিরিক্ত সময় খেলিয়া আই, এফ, এ, শীল্ড জয় করিয়া ফুটবল জগতে আর এক রেকর্ড স্থাপন করিল। এ গৌরব তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। + + যে টীম একই বৎসর দুইটীতে (লীগ ও শীল্ড) চ্যাম্পিয়ন হয় তারা যে শ্রেষ্ঠ টীম তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা মোহামেডান স্পোর্টিংকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।—ষ্টেট্‌স্‌ম্যান।

মোহামেডান স্পোর্টিং প্রথম ভারতীয় টীম যারা পর পর তিন বার লীগ জয় করার পর শীল্ড জয়ের শ্রেষ্ঠ গৌরবও লাভ করিল। মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ডিভিসনে উঠিবার পর তারা যে গৌরব অর্জ্জন করিল তার জন্য আমরা জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে গৌরব বোধ করিতেছি। + + চ্যাম্পিয়ন দল একমাত্র টীম যারা বরাবর চমৎকার খেলিয়াছে এবং খেলার ধরণ উন্নত করিয়াছে। তাদের প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই।

আমরা দুর্দ্দমনীয় খেলোয়াড়বৃন্দকে অভিনন্দিত করিতেছি। তারা ৫ই আগষ্টের নিশাগমের সঙ্গে সঙ্গে আশাকে রূপ দিয়া অগণিত মানুষের বুকে আনন্দের তুফান তুলিয়াছিল। + + + ২৫ বৎসর পরে একটী ভারতীয় টীম শীল্ড বিজয়ী হইল। + + + বিজয়ের জন্য তারা প্রতি ইঞ্চি যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং যেভাবে তারা যুদ্ধ করিয়াছে তাতে জয় তাদের প্রাপ্য। * * পর পর তিন বৎসর লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে শীল্ড-জয়ী হওয়ায় তাদের যে কৃতিত্ব তার প্রশংসা করার উপযুক্ত বাণী নাই। ভারতের ক্রীড়ামোদী জনগণের অন্তর তারা জয় করিয়াছে। তাদের বিজয়ে আমরা মুসলমানগণ যদি খুব বেশীই আনন্দিত হই তাতে কেউ যেন রুষ্ট না হন।—দি মুসলমান।

দ্বিতীয়বারের জন্য একটী ভারতীয় টীম শীল্ড বিজয়ী হইল এবং এর গৌরব লাভ করিল মোহামেডান স্পোর্টিং। + + + গত রাত্রে যেন ১৯১১ সালের আনন্দ উন্মত্ততা ফিরিয়া আসিয়াছিল। গাছের সবুজ পাতায়, ট্রাম গাড়ীতে, মোটর বাসে, রেস্তোঁরায়, চা-খানায়, পার্ক ও স্কোয়ারে বিজয়-বার্ত্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। এদের বিজয়ে কে না সুখী? হিন্দু মুসলমান সকলে সমান অনন্দ-ভাগী কারণ খেলার মাঠের মধ্যে আসন সংরক্ষণের, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সমস্যা নাই। * * আজ সর্ব্বাপেক্ষা সুখী আব্বাস যে সাধারণভাবে শিশুর মত সরল অথচ বল পায়ে পাইলে হইয়া উঠে দুর্দ্ধর্ষ। * * মোহামেডান স্পোর্টিংএর বিজয়ে এবং তাদের চমৎকার খেলার জন্য আমরা তাহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।—এ্যাডভান্স।

এক সঙ্গে লীগ ও শীল্ড জয় করিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে ভারতবাসী মাত্রই গৌরবান্বিত। এই সৌভাগ্য শুধু দুর্লভ নয়, ইহা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতরও অভ্রান্ত পরিচায়ক। লীগ খেলার

ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই বিস্মিত ও অভিভূত হইয়াছে। যাহারা বরাবর মাঠে খেলা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহারাই স্বীকার করিবেন যে, কেবল ভাগ্য-বলেই তাঁহারা এই গৌরব লাভ করে নাই, যোগ্যতাই তাঁহাদের এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। মোহামেডান স্পোর্টিংএর উন্নতিতে ভারতীয় খেলার আদর্শও উন্নীত হইয়াছে, এবং এই ভারতীয় দলটী যেকোন শ্রেষ্ঠ টীমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে পারে তাহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। ভারত-গৌরব মোহামেডান স্পোর্টিংএর শীল্ড বিজয়ে কোটী কোটী নর-নারীর সহিত আমাদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি।—কেশরী।

১৯৩৬ সাল চিরস্মরণীয় কেন?

এক একটা বিশেষ কারণে এক একটা বৎসর ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া থাকে। কয়েকটী বিশেষ কারণে ১৯৩৬ সালও ভারতের ফুটবল খেলার ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। লোকে অনেক সালের অনেক কথাই ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু ১৯৩৬ সালের কতকগুলি বিষয়ের স্মৃতি বহুকাল এ দেশের লোকের অন্তরে জাগরুক থাকিবে। কেননা এই বৎসরই প্রথম ভারতীয়দল মোহামেডান স্পোর্টিং কলিকাতা ফুটবল লীগ ও আই, এফ, এ, শীল্ড এক সঙ্গে জয় করিয়াছেন। সেমি ফাইনালে এবার কোন মিলিটারী টীম উঠিতে পারে নাই। স্থানীয় দুইটী শ্রেষ্ঠটীম—মোহামেডান ও ক্যালকাটার মধ্যে ফাইনাল প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব ছিল এই যে, ফাইনাল খেলায় উপর্য্যুপরি তিন দিন ড্র হওয়ার পর অতিরিক্ত সময়ে বিজয়ের ফল নির্ণিত হইয়াছিল, আর মোহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলা দেখার জন্য ফাইনালের তিন দিনের খেলায় প্রত্যেক দিন প্রায় দুই লক্ষ লোক মাঠে সমবেত হইয়াছিল। পৃথিবীতে কোন খেলার মাঠে এত লোক কখনো খেলা দেখিবার জন্য জড় হইয়াছে কি না সন্দেহ আর বাংলার মত দরিদ্র দেশে ২৩,০০০ টাকার টিকেট একদিনে খেলার মাঠে

বিক্রয় হইবে বলিয়াও কেহ কখনও ভাবিতে পারে নাই। যত লোক টিকেট ক্রয় করিয়া খেলার মাঠে প্রবেশ করিয়াছিল তার প্রায় দশগুণ লোক টিকেট না পাইয়া নিরাশ অন্তঃকরণে মাঠের আশেপাশের ঢিপি ও গাছের উপর আশ্রয় লইয়াছিল। যদি সমস্ত লোক টিকেট ক্রয় করিতে পারিত, তবে হয়ত দুই লক্ষ টাকা টিকেট বিক্রি করিয়া পাওয়া যাইত— যাহা কেহ কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই।

উপর্য্যুপরি তিন বৎসর লীগ জয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৩৬ সনের ৫ই আগষ্ট তারিখে শীল্ড বিজয় করিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং দল যে ডবল সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা ভারতের খেলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-ক্ষরে লেখা থাকিবে বটে, তবে অন্য আর একটা কারণেও এই দিনের কথা লোকের মনে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে. তাহা হইতেছে এই—সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পরিবর্ত্তন করিতে হিন্দুগণ যে আবেদন বিলাতের কর্ত্তাদের নিকট পেশ করিয়াছিলেন, তাহা ঐ তারিখে নাকচ হয়। মোহামেডান স্পোর্টিংএর অপূর্ব্ব বিজয়ে যে দিন মুসলিম-ভারত আনন্দে মগ্ন ছিল, সেই দিনই রোয়েদাদ পরিবর্ত্তনের করুণ আবেদন নামঞ্জুর হওয়ায় হিন্দু-ভারত শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল। কি বিসদৃশ্য ঘটনা!

তা ছাড়া অন্যান্য কারণেও এই বৎসরটি চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। এই বারই কলিকাতা ফুটবলের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং এই শ্রেষ্ঠতার সিংহের ভাগ পাইবার অধিকারী হইয়াছেন—মোহামেডান স্পোর্টিং দল। এই বার সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন দলকে হারাইয়া, চৈনিক-দল কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রশীদ ও সামাদের অনুপস্থিতেও ভারতীয় দল ইহাঁদের সহিত সমানে সমানে খেলিয়াছেন। রশীদ ও সামাদ খেলিতে পারিলে চীনা দল নিশ্চয়ই পরাজিত হইতেন। পূর্ব্ব-এশিয়া-জয়ী চীনা দল বার্লিনের গতবারকার আন্তর্জ্জাতিক খেলায় গ্রেট-বৃটেনের

আব-হাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিলে ভবিষ্যতে তাঁহারা আরও ভাল খেলা দেখাইতে পারিবেন। সৈনিক দলের খেলার ফলাফল হইতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আন্তর্জ্জাতিক ফুটবলের ষ্ট্যাণ্ডার্ডে বিচার করিলে ভারতবর্ষের মোহামেডান স্পোর্টিং দল ইউরোপের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় দলগুলির সমকক্ষ। কেননা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ফুটবল টিম বলিলে তো এখন মোহামেডান স্পোর্টিং দলকেই বুঝাইবে। আজ মোহামেডান স্পোর্টিং ফুটবল-খেলায় যে রেকর্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে জগতে তাঁহারা যে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবার একমাত্র অধিকারী এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

গত বৎসর মোহামেডান দল খেলার মাঠে শুধু শীল্ড জয় করেন নাই, প্রকৃতিকেও জয় করিয়াছেন। ভিজা কর্দ্দমাক্ত মাঠে ভারতীয় দলের নিকট সৈনিক দলের পরাজয় ফুটবলের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। বোম্বাইর দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকদল "ডারহামস লাইট ইনফ্যানট্রি" লীগ বিজয়ের গৌরবের দিক দিয়া মোহামেডানের সমকক্ষ বটে, কিন্তু মুসলিম দল একই বৎসর লীগ ও শীল্ড বিজয় করিয়া ডারহামসের রেকর্ডকে ভঙ্গ করিয়াছেন। মোহামেডান দলের এ বিজয় দ্বিতীয় ভারতীয় টিমের শীল্ড বিজয়রূপেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ সালে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় দল "মোহনবাগানে" শীল্ড জয় করিয়াছিলেন এবং আজ ২৫ বৎসর পর ১৯৩৬ সালে "মোহামেডান দল" ভারতীয় হিসাবে দ্বিতীয় বারের শীল্ড লাভ করিলেন। মোহনবাগানের ভাগ্যে লীগ জয়ের গৌরব লাভ ঘটে নাই। গত বৎসর মোহামেডান স্পোর্টিং যে অপূর্ব্ব রেকর্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভঙ্গ করিবার শক্তি হয়ত কখন কোন ভারতীয় টিমের হইবে না। তাই এই ১৯৩৬ সাল ভারতের খেলার ইতিহাসে চিরকাল

ইটনের খেলার মাঠে যদি ইংলণ্ডের বিশ্ব-জয়ের বীজ উপ্ত হইয়া থাকে তবে মোহামেডান দলের এই উপর্য্যুপরি বিজয়ের মধ্যে দিয়া মুসলিম-ভারত তথা মুসলিম জগতের নব উত্থান ও নব বিজয়ের স্বপ্ন যদি কেহ দেখিতে চায় তবে তাহা কি একান্তই স্বপ্নালুতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে? দিতে হইবে কি না জানিনা—তবে বহু চিন্তাশীল মুসলমান এ স্বপ্ন দেখিতেছেন এবং তাহার আভাষ ভারত ও জগতের সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান সমাজের মনে আত্ম বিশ্বাসের এই যে আবির্ভাব, অন্যান্য কারণের মধ্যে খেলার মাঠে মোহামেডান স্পোর্টিএর উপর্য্যপরি বিজয়ও অন্যতম এবং শুধু এই কারণেও মোহামেডান স্পোর্টিং চিরদিন ভারতীয় মুসলিম সমাজের নমস্য হইয়া থাকিবে।

যে বীরগণের দ্বারা এরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব মহদানুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে, তাঁহাদের পরিচয় জানিতে কাহার না আকাঙ্খা হয়? আমরা এই যুগ-স্রষ্টাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিতেছি।

ফুটবলের রেকর্ড স্রষ্টাদের পরিচয় লিপি

আব্রহ্ম-ভারতের প্রত্যেক ক্রীড়ামোদী ব্যক্তি এবং জন-সাধারণও আজ লীগ বীজয়ী "মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব"এর শীল্ড বিজয়ের গৌরব গরীমায় গৌরবান্বিত। শিশু "মোহামেডান"এর এই মহাবিজয়ে ভারতের মুসলিম সমাজ এক অনির্ব্বচনীয় জয়োল্লাসে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে। একান্ত সাধনা-লব্ধ শক্তির বলে এই মুসলিম তরুণ খেলোয়ার-দল আজ সমগ্র ক্রিড়াজগতের ইতিহাসে এক শিক্ষাপ্রদ ও সমৃদ্ধ অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবলে এই ক্রীড় বীরগণ সারা ভারতকে 'সাধনা ও সাফল্যে'র এক প্রত্যক্ষ শিক্ষা প্রদান করিলেন।

রশীদ (হাফেজ আহমদ রশীদ)—আজমীরের নিকট নছিরাবাদে এঁর

এঁর অক্লান্ত সাধনাবলে মোহামেডান স্পোর্টিং দ্বিতীয় ডিভিশন হইতে প্রথম ডিভিশনে উঠিয়াই সেই বৎসর লীগ জয় করে এবং তারপর পর পর আরো দুই বৎসর লীগ জয় করিয়া খেলার জগতে রেকর্ড সৃষ্টি করে। এই অব্যর্থ সন্ধানী বীর খেলোয়াড় সম্পর্কে একথা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, রশীদ ভারতের শ্রেষ্ঠতম সেণ্টার ফরোয়ার্ড। মোহামেডেন স্পোর্টিংএর বিজয় সাফল্যের গৌরব অনেকখানি তাঁহার প্রাপ্য। ইহার মত টিম-গত-প্রাণ খেলোয়ার খুব কমই দেখা যায়। ১৯৩৬ সনে লীগ খেলায় তাঁহার ডান পা'র 'শীন বোন' ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ত্তমানে তিনি নিরাময় হইয়াছেন এবং ভাল ভাবেই চলাফেরা করিতে পারেন। কিন্তু ডাক্তারদের নিষেধ বলিয়া খেলিতে পারিতেছেন না।

ওসমান (আহমদ ওসমান জান)।—১৯১৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মোম্বাসায় এঁর জন্ম হয়। ১৯২৩ সালে ইনি ভারতে আসেন। দিল্লীর গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ কালে এঁর মন খেলার দিকে আকৃষ্ট হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ইনি টিমের ক্যাপ্টেন মনো-নীত হন। পরে ইনি ক্রিসেণ্ট ক্লাবে খেলিতে থাকেন। সেই সময় বিখ্যাত গোলরক্ষক হিসাবে এঁর সুনাম নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯৩৫সনে কে, খাঁর পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় লীগ বিজয়ীদের গোল কে রক্ষা করিবে এই লইয়া সবাই ভাবনায়

ওস্মান।

পরিয়াছিলেন। কিন্তু রশীদ সন্ধানী মানুষ, কোথায় কোন্ রত্ন লুকাইয়া আছে তিনি তার সন্ধান রাখেন। ইনি ওসমানকে আবিষ্কার করিয়া গতবার খেলার মাঠে নামান। সকলে এই যুবক গোলরক্ষকের কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া ওঠে।

শফী খাঁ।—ইনি বাঙ্গালী, বারাকপুরের অধিবাসী। ১৯২৮ সালে মোহামেডান স্পোর্টিং দলে যোগ দেন। রাইট-হাফ ও ব্যাকে ইনি খুব ভাল খেলেন। মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের সকল প্রতিযোগিতায়ই ইনি খেলিয়াছেন।

শফী।

জুম্মা খাঁ।—ইনি কোয়েটার অধিবাসী। বয়স ২৫ বৎসর। ১৯২৮ সাল হইতে এঁর ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়। কোয়েটা মোসলেম ক্লাবের হইয়া ইনি ডুরাণ্ড প্রতিযোগীতায় খেলেন এবং বহু বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়

খেলিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ১৯৩৭ সাল হতে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলিতেছেন। এঁর সমতুল্য লেফ্‌ট ব্যাক সমগ্র ভারতে আর নাই বলিলেও চলে। এই শক্তিশালী বিরাটপুরুষ এমন 'ক্লীন-গেম'

জুম্মা খাঁ।

খেলেন যে তাহা বাস্তবিকই নয়নানন্দকর। ইহার উপস্থিতি রক্ষণভাগ এমন দুর্ভেদ্য করিয়া তোলে যে তাহা ভেদ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। সেইজন্য ইনি 'জবল-তারেখ' বা তারেখ-পাহাড় নামে অনেকের নিকট পরিচিত।

আকিল আহমদ।—ইনি দিল্লীর অধিবাসী। বয়স ২৪ বৎসর। ১৯৩৩ ইনি কালীঘাটের হইয়া কলিকাতায় খেলিতে আসেন। সেই বৎসরই তিনি কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেণ্টার-হাফ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। পর বৎসর (১৯৩৪) ইনি মোহামেডান দলে যোগদান করেন এবং সেই বৎসরই নির্ব্বাচিত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকাগামী দলের সহিত চলিয়া যান। ১৯৩৫-সালে ইনি

মোহামেডান সেন্টার-হাফ ও রাইট-হাফে খেলিতেছিলেন এবং গত বৎসরও রাইট-হাফে খেলিয়াছেন।

আকিল আহমদ।

নূর মোহাম্মদ।—এঁর বাসস্থান ফয়জাবাদ—বর্ত্তমান বয়স ২৯ বৎসর। ১৯৩১ সালে ইনি প্রথমে মোহামেডানের স্পোর্টিংয়ে যোগ দেন। দুই বৎসর এই টিমে খেলিয়া ইনি ইষ্ট-বেঙ্গল ক্লাবে যোগ দেন। সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক খেলায় ইনি স্থান পাইয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ সেণ্টার-হাফ হিসাবে ইনি সারা ভারতে প্রসিদ্ধ। ক্ষিপ্রকারিতা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার জন্য ক্লাবে ইনি 'বেবি অষ্টিন' নামে পরিচিত। গত বৎসর হইতে তিনি আবার

মোহামেডান স্পোর্টিংএ যোগদান করিয়াছেন। ১৯৩৬ সনে চীনা টিমের সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক খেলায় ইনি প্রমাণ করিয়াছেন যে সমগ্র প্রাচ্যের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার-হাফ।

নূর-মোহাম্মদ।

মাসুম (সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম)।—ইনি বাঙ্গালোরের অধিবাসী, তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর। ১৯৩৪ সালে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালে ইনি রেঙ্গুন ও কলম্বোয় মোহামেডান টীমের হইয়া খেলেন। লেফ্‌ট হাফে এঁর সমতুল্য একটী খেলোয়াড়ও কলিকাতায় নাই। বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় এঁর

নির্ব্বাচনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের উপর্য্যুপরি বিজয় অভিযানের ইনি অন্যতম বীরসেনানী।

মাসুম।

বাচ্চু খাঁ (গোলাম নবী)।—ইনি পেশোয়ারের অধিবাসী—বয়স ২৫ বৎসর। আগে পেশোয়ারের আফগান টীমে খেলিতেন। ১৯৩১ সালে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে আফগান টীমের হইয়া কলিকাতায় আই, এফ, এ, তে খেলিয়াছেন। সেই বৎসর আফগানরাজের ফুটবল টীমের বিরুদ্ধে ইনি খেলেন। গত বৎসর হইতে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলিতেছেন।

রহীম (মোহাম্মদ আবহুর রহীম)।—বেজওয়াদার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় "দমদম বুলেট" নামে অনেকের নিকট পরিচিত। এঁর বয়স মাত্র ২১ বৎসর। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগ দেন; এই বৎসরই ইনি দ্বারভাঙ্গা শীল্ডে খেলেন এবং রেঙ্গুন ও কলম্বোয় খেলিতে

রহীম।

যান। গত বৎসর কলিকাতার আন্তর্জ্জাতিক ম্যাচে এবং চীনা বনাম ভারতবর্ষ ও চীনা বনাম সিভিল-মিলিটারী ম্যাচে ইনি নির্ব্বাচিত হইয়া নিজের কৃতিত্বের পুরস্কার পাইয়াছেন। রাইট-ইনে এঁর সমকক্ষ খেলোয়াড় ভারতীয়দের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সাবু (মহবুব খাঁ)।—বাঙ্গালোরের এই তরুণ খেলোয়াড় মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের অন্যতম সম্পদ। ইনি ফরোয়ার্ড সেণ্টারে, রাইট হাফে এবং লেফট ইনে সমান কৃতিত্বের সহিত খেলিতে পারেন। এঁর বল ধরার, পাস করার কায়দা অনেকটা বিখ্যাত ফুটবল যাদুকর রহমতের মত। রশীদের সহযোগিতায় খেলিয়া তিনি অল্প দিনের মধ্যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। এঁর বর্ত্তমান বয়স বাইশ বৎসর। বাঙ্গালোরের ক্রিসেণ্ট ক্লাবে এঁর ক্রীড়া-জীবনের গোড়া পত্তন হয়। ১৯৩৪ সাল ইনি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে যোগদান করেন ১৯৩৫ সালে কয়েকটি কারণে

সাবু।

এঁকে কালীঘাট টীমে খেলিতে হয়। সেণ্টার হাফ হিসাবে এই টিমে খেলিয়া তিনি ক্রীড়ামোদিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। ১৯৩৬ সাল হইতে আবার তিনি মোহামেডান টিমে যোগদান করেন। বোম্বাই,

মহীশূর, মাদ্রাজ, প্রভৃতি স্থানে বিশেষ বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক খেলায় ইনি কোন না কোন টিমের হইয়া খেলিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের হইয়া রেঙ্গুন ও কলম্বোয় খেলিয়াছিলেন।

ছোট রশীদ (রশীদ আহমদ)।—বয়সে খোকা হইলেও রশীদ আহমদ ১৯৩৬ সালের শীল্ড খেলায় সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছেন। তৃতীয় বিভাগ হইতে প্রথম বিভাগ (কালীঘাট), তারপর একেবারে লীগ-চ্যাম্পিয়ন দল! রশীদ সত্যি ত্রিপুরা জেলার সুনাম রক্ষা করিয়াছেন। শীল্ড ফাইনালের শেষ খেলায় ইনিই ক্যাল্‌কাটার বিরুদ্ধে প্রথম গোলটি

ছোট রশীদ।

করেন। ইনি কো-অপারেটিভ বিভাগের রেজিষ্ট্রার খান-বাহাদুর এর্শাদ আলী সাহেবের পুত্র। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি-শিল্প বিভাগের মন্ত্রী

নওয়াব ফারুকী সাহেবের ভাগিনেয়ী ইঁহার মাতা। বর্ত্তমানে ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেছেন।

আব্বাস মির্জ্জা।—মুর্শিদাবাদে এঁর বাসস্থান। ১৯২৯ সালে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলিতে আরম্ভ করেন। তখন এঁর বয়স খুব অল্প। সেই সময়ই এঁর খেলার অসাধারণ দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত শিশু বলিয়া টিম কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে খেলার অবাধ সুযোগ দিতেন না। যা হোক, তিনি প্রথম বুট-পরা-রেঞ্জার্সের সঙ্গে খেলেন। এই দিন তাঁর খেলার ধরণ দেখিয়া টিম কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে প্রতি খেলায় নামিতে অনুমতি দেন। ১৯৩৩ সালে আব্বাসের প্রতিভার পূর্ণ
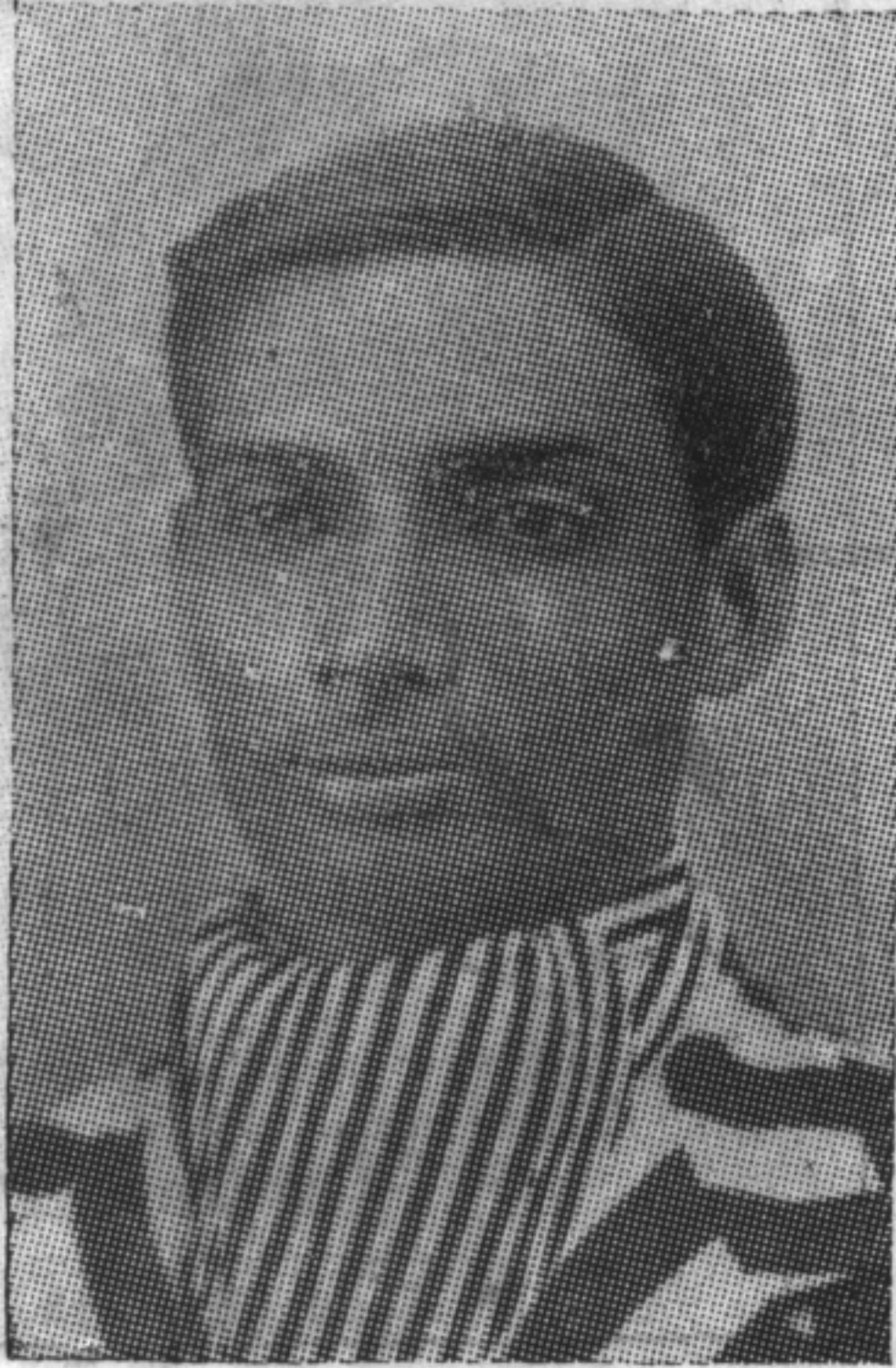
আব্বাস।

বিকাশ হয়। এই বৎসর ক্রীড়ামোদীগণের নিকট তিনি ভাবী ছামাদ বলিয়া কথিত হন। এই বৎসর ষ্টার অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায়

তাঁর প্রশংসা করিয়া লেখা হয়ঃ—"The babe of the team is being trained by the club. It is hoped that if any body in Bengal comes upto the standard of Samad then it is this young boy." টিমের এই শিশু খেলোয়াড়ের নেতৃত্বে মোহামেডান দল দ্বিতীয় বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। গত বৎসরও তাঁর নেতৃত্বে মোহামেডান স্পোর্টিং তৃতীয় বার লীগ-জয় করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করে। গত ১৯৩৬ সালে চীনা বনাম ভারতবর্ষ এবং ইউরোপীয় লীগ দল বনাম ভারতীয় লীগ দল প্রতিযোগিতায় ইনি নির্ব্বাচিত হন। ইনি স্কুল-জীবনে মাদ্রাসা টিমে খেলিয়া এবং বর্ত্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজটিমে খেলিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র।

বদুল সত্তার।

আবদুল সত্তার।—বাঙ্গালোর অধিবাসী—বয়স ২৬ বৎসর। ১৯২৫ সাল হইতে ইঁনি ফুটবল খেলিতে আরম্ভ করেন বাঙ্গালোরের ক্রিসেণ্ট ক্লাবে। মাদ্রাজে এবং বোম্বাই এর রোভার্স টুর্ণামেণ্টে ইঁনি খেলিয়াছেন। ১৯৩৪ সাল হইতে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৫ সালে ইঁনি দারভাঙ্গা শীল্ডে খেলেন এবং

রেঙ্গুন ও কলম্বো ভ্রমণ করেন। গোলে এবং রাইট-হাফেও তাঁহার কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

সলিম।—কলিকাতার অধিবাসী—মোহামেডান টিমেই খেবার সূত্রপাত হয়। মাঝখানে কিছুদিন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও ইষ্টবেঙ্গলে খেলিয়াছেন। তারপর ১৯৩৫ সালে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগদান করেন। ইঁনি

সলিম।

যে কোন পজিসনে খেলিতে পারেন। ইঁহার সেণ্টার ও শট মারাত্মক। ইহার সমকক্ষ রাইট-আউট বিরল। ইনি ইংলণ্ডে খেলিয়াও নাম করিয়াছেন।

সিরাজুদ্দিন (ব্যাক)।—বাঙ্গালায় ফুটবল খেলোয়ারদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার সরাইল গ্রামে এঁর জন্ম হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলিতে আরম্ভ করেন এবং এই বৎসরই কুচবিহার কাপের ফাইন্যালে খেলেন। ১৯৩১ সালে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের ব্যাকে খেলিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি কালীঘাটে খেলেন। কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের মায়া তিনি কাটাইতে পারিলেন না। তাই ১৯৩৬ সালে আবার তিনি তাঁর প্রিয় টিমে যোগ দেন। এই টিমের হইয়া তিনি ১৯৩৫ সনে রেঙ্গুন ও কলম্বো খেলিতে যান। মাদ্রাজ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইনি খেলিয়া যথেষ্ট প্রশংসা পান। ধীর স্থিরভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া খেলাই এঁর বিশেষত্ব এবং ব্যাকের জন্য এই ধরণের খেলাই উপযোগী।

সিরাজ উদ্দীন।

তসলীম উদ্দীন।—গোলকিপার তস্‌লীম উদ্দীনের উত্তরবঙ্গে বেশ নাম। তাঁর খেলার ষ্টাইল দেখিয়া মনে হয় এক দিন শিরাজী, কাল্লু খাঁ ও ওসমানের স্থান তিনিই অধিকার করিবেন। ওস্‌মান অসুস্থ থাকায় শীল্ডের ৪র্থ রাউণ্ডের খেলায় ইনি ডারহাম্‌সের বিরুদ্ধে খেলিয়াছিলেন।

নসিম (খোন্দকার নসীম উদ্দীন)।—কুমিল্লার এই যুবক খেলোয়াড় অল্প দিনের মধ্যে ফুটবল জগতে একটা স্থায়ী আসন যোগাড় করিয়া

লইয়াছেন। ১৯২৫ সাল হইতে ইনি ঢাকার ভিক্টোরিয়া ক্লাবের হইয়া আই, এফ, এ, শীল্ডে কলিকাতায় খেলিতে আসেন। ১৯28 সালে ভবানীপুর ক্লাবের হইয়া ইনি বোম্বাই রোভার্স কাপ খেলিতে যান। ১৯৩১—৩৪ পর্য্যন্ত ইনি স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলেন। আই, এফ, এর তরফ হইতে ইনি ১৯৩৩ সালে সিলোন এবং ১৯৩৪ সালে উত্তর ভারতের নানাস্থানে খেলিতে যান। এই বৎসরই নাসিম দক্ষিণ আফ্রিকায় আই, এফ, এর হইয়া খেলিতে যান। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগদান করিয়াছেন।

মোহাম্মদ হোসেন।—ইনি দিল্লীর অধিবাসী, বয়স ২৬ বৎসর।

মোহাম্মদ হোসেন।

ফুটবল ও হকি খেলায় ইনি একেবারে ওস্তাদ। গত ১৯৩৪ সালে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের হইয়া খেলেন এবং এই বৎসরই ইনি দক্ষিণ

আফ্রিকায় ভারতীয় টীমের হইয়া খেলিবার জন্য নির্ব্বাচিত হন। ইনি নিউজিল্যাণ্ডে ভারতীয় টীমের হইয়া হকি খেলিতে গিয়াছিলেন এবং ১৯৩৬ সালে ভারতীয় ওলিম্পিক হকি টীমের হইয়া খেলিতে বার্লিনে গিয়াছিলেন। ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে রাইট-ইনে খেলিয়াছেন।

আমার।—বাঙ্গালোরের খেলোয়াড়, বয়স ২৩ বৎসর। ১৯৩৩ সালে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগদান করেন। মধ্যে এক বৎসর ইনি কালীঘাটে খেলিয়াছিলেন। গত বৎসর আবার মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগদান করিয়াছেন।

আফিফ আহমদ।—হায়দরাবাদে এঁর বাসস্থান। হায়দরাবাদে রেগুলার ফোর্সে থাকিয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। গত বৎসর মোহামেডান স্পোর্টিংএ যোগদান করিয়া লেপট্ ইনে খেলেন।

রহমৎ—বাঙ্গালোরের অধিবাসী। ভারতের ফুটবল ক্রীড়ায় ইহার স্থান অতি উচ্চে, লেফ্ট ইনে ইনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। ইহার খেলার ধরণ অতি সুন্দর। ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংএ থাকিয়া ১৯৩৪ ও ৩৫ সনে লীগ ও দ্বারভাঙ্গা শীল্ড জয় করেন। রেঙ্গুন, সিলন প্রভৃতি স্থানেও তিনি মোহামেডান দলের হইয়া খেলেন। বোম্বাইয়ের রোভার্স ও সিমলার ডুরাণ্ড কাপেও তিনি বহুবার খেলিয়াছেন। কলিকাতায় যতবার তিনি খেলিয়াছেন প্রত্যেক বারেই আন্তর্জ্জাতিক খেলায় স্থান পাইয়াছে।

হাবিব—রহমতের বড় ভাই। তিনি রাইন ইন্, রাইট আউট্ এবং ব্যাকে ভাল খেলিতে পারেন। ১৯৩৪–৩৫ সনে তিনি মোহামেডান দলে খেলেন। রোভার্সও ডুরণ্ড কাপেও তিনি খেলিয়াছেন।

মহীউদ্দীন—বাঙ্গালোরের অধিবাসী। তিনি ব্যাকে এবং হাফ-ব্যাকে উভয় স্থানেই ভাল খেলিতে পারেন। ১৯৩৪—৩৫ সনে মোহামেডান দলে থাকিয়া উক্ত উভয় স্থানেই খেলিয়াছেন। রেঙ্গুন সিলন প্রভৃতি স্থানেও মোহামেডান দলের হইয়া তিনি খেলিয়াছেন।

ফুটবল খেলায় ভারতবাসীর আগ্রহ দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

আই-এফ-এ শীল্ডের ইতিহাস

আজ আর ভারতের অধিবাসীরা ফুটবল খেলার সংবাদের দিকে অমনোযোগী হইতে পারে না, কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ আগ্রহ ছিল কি ? একথা সত্য যে, মানুষের এই ঔৎসুক্য ও দরদ একদিনে হয় নাই। যদি আমরা অতীতের ইতিহাসের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, ইহার জন্য কয়েক বৎসরের পরিশ্রম ও একাগ্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল। আমরা ভারতে ফুটবল খেলার প্রথম প্রচলনের কথা ও খেলা পরিচালনার প্রতিষ্ঠান এই আই, এফ, এর জন্ম কথা নিবেদন করিতেছি।

বাঙ্গালা দেশে এই খেলা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। কেবলমাত্র ১০ বৎসর বয়স্ক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী নামক এক বালককে সেই বৎসর মাঠে তাহার কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া খেলিতে দেখা যায়। এবং তাহারই আগ্রহে ভারতে ফুটবল খেলার গোড়া পত্তন হয় বলিলে ভুল হইবে না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আই-এফ-এ শীল্ড প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয়। বালক সর্ব্বাধিকারী স্কুলের বালকদিগকে লইয়া সাধারণভাবে দুই বৎসর এই খেলা খেলিয়াছিল। খেলা সুচারুরূপে সুশৃঙ্খলার সহিত যাহাতে খেলিতে পারে তাহার জন্য অধ্যাপক ষ্টাফ্ উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং তৎপরে অধ্যাপক গিলিগানও এই খেলার যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য তাঁহাকে সাহায্য করেন। ইহার পরে এই খেলা যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় ও প্রতিষ্ঠালাভ করে তাহার জন্য প্রেসীডেন্সী কলেজ, হেয়ার স্কুল, হিন্দু স্কুল, এবং সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্রেরা একত্র হইয়া চেষ্টা আরম্ভ করে। নগেন্দ্রপ্রসাদ সেই সময় খেলার প্রধানের পদলাভ করে। মানুষের আকাঙ্খা দিনের পর দিন উচ্চ হইতে

সেইরূপ এই ছেলেরাও দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিল এবং ক্রমে 'ওয়েলিংটন ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে প্রেসিডেন্সি ক্লাবও (যদিও কলেজ ক্লাব নহে) দেখা দেয়।

সেই সময় ইউরোপীয়ান ক্লাবের মধ্যে কলিকাতা ফুটবল ক্লাব (Calcutta F. C.) 'ট্রুফেট্স ইলেভেন' (Trouphet's Eleven) 'লাভস্ ইলেভেন' (Loves Eleven), ফোর্টের একটি টীম এবং কয়েকটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও কলেজ টীম প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ট্রুফেটস্ ইলেভেন' 'লাভস্ ইলেভেন' এবং অন্যান্য কয়েকটি দলের মিলিত চেষ্টায় 'ডালহৌসী ফুটবল ক্লাব' ও 'ক্যালক্যাটা ন্যাভাল এ-সি' স্থাপিত হয়।

এইরূপে ওয়েলিংটন ক্লাব, প্রেসিডেন্সি ক্লাব ও শোভাবাজার-রাজবাটি ক্লাব (এটি পুরাতন টেনিস ক্লাব) একত্রে মিলিত হইয়া 'শোভাবাজার ক্লাব' স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজার ক্লাব তখনকার একমাত্র 'ট্রফি' 'ট্রেড্স কাপ' (ট্রেড্স্ এসোসিয়েসন কর্তৃক প্রদত্ত) লাভ করে এবং তখনকার শ্রেষ্ঠ সৈনিক দলগুলিকে পরাস্ত করিয়া—ইহার মধ্যে প্রধান টীম ইষ্ট সারেস্ও (East Surreys) ছিল—ইংলণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোভাবাজার ক্লাব বাঙ্গালাকে এই খেলার জন্য নূতন প্রেরণা দান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'হেয়ার স্পোর্টিং' 'কুমারটুলি' 'ডায়ানা' 'ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশন,' 'ফোর্ট উইলিয়ম' 'আরসেন্যাল' 'এরিয়ান্স' 'মোহনবাগান' প্রভৃতি ক্লাবগুলি দেখা দেয়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ট্রেড্স ক্লাব কর্তৃক ইণ্ডিয়ান ফুটবল ক্লাব নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয় এবং ইহারাই এই সঙ্ঘের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এখানেও শোভাবাজার ক্লাব উক্ত সঙ্ঘের উদ্দেশ্য মহৎ জানিয়া ইহাকে সাহায্য করিয়াই কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্ব লাভ করে। তাহারা এই

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসন বর্ত্তমানের সুপ্রসিদ্ধ আই-এফ-এ শীল্ড টুর্ণামেণ্টের প্রবর্ত্তন করে। মোহামেডান দল শীল্ড জয় করায় অতীতের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা আবার নূতন করিয়া স্মরণ করিতেছি। এই এসোসিয়েশন সেই সময় হইতে 'ট্রেড্‌স্ কাপটি' জুনিয়রদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কুচবিহারের মহারাজা কুচবিহার কাপ নামক একটি রূপার কাপ ভারতীয় টীমগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য উপহার দিয়াছেন—এই খেলাও আই-এফ-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। স্যার চার্লসের নামানুসারে "ইলিয়ট চ্যালেঞ্জ শীল্ড" ভারতীয় স্কুল ও কলেজের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হইয়া থাকে এবং 'ক্যাডেট কাপ' (The Cadet Cup) এ্যাংলোইণ্ডিয়ান স্কুলসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য প্রতি বৎসর দেওয়া হয়।

অধ্যবসায়ই মানুষের প্রধান সহায় ও সম্পদ এবং আজ আমরা গৌরবের সহিত বলিতে পারি—খেলার জগতে ফুটবল খেলা ভারতকে প্রকৃত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা দান করিবে, ভারতকে জগতের কাছে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবে। গত বৎসর (১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে) সেই শ্রেষ্ঠ গৌরব-সৌধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯৩৭ সনের লীগ খেলা

ফুটবল খেলার ইতিহাসে মুসলিম নওজোয়ানেরা নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। পর পর যে তিন বৎসর লীগ-চ্যাম্পিয়ান হইল ইহাই তাহাদের যথাযথ নিদর্শন। ফুটবল-ক্রীড়া জগতে মোসলেম ভারতের প্রধান প্রতিনিধি মোহামেডান স্পোর্টিং আজ চার বৎসর হইল লীগ খেলার প্রথম বিভাগে উঠিয়াছে। উঠিয়াই তাহারা লীগ-চ্যাম্পিয়ন হইয়া আসিতেছে। এ বৎসরও তাহারাই লীগ-চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যদি তাহা হয় তাহা হইলে

পর্য্যন্ত পর পর চার বৎসর লীগ পাওয়া অন্য কোন জাতীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ওরা মে এ বৎসরের লীগ খেলা আরম্ভ হয়। ৫ই মে কাষ্টমস্ দলের সহিত মোহামেডান দলের প্রথম খেলা পড়ে। প্রথম দিন খেলিয়াই চ্যাম্পিয়ানদল তাহাদের জয়যাত্রা সূচনা করিয়াছে। মোহামেডান দলের 'ফর্ম' এবারও অন্যান্য টিমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হাফেজ রশীদ এবার খেলায় যোগ দিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। তথাপি তাহাদের প্রথম দিনের খেলায় তাহাদের ফরোয়ার্ড বিভাগের ছন্দোময় গতি, রক্ষণ বিভাগের সঙ্ঘবদ্ধভাবে খেলার প্রচেষ্টা তাহাদের দলগত বৈশিষ্টের পরিচয় প্রদান করে। ফরোয়ার্ড লাইনে সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে "দমদম্ বুলেট" রহীম। এ বৎসর রহমত পুনরায় লেফ্ট-ইনে যোগদান করিয়াছেন। তাহার খেলার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পূর্ব্বের তুলনায় তিনি অনেকটা মন্দগতি হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হইল। সেণ্টার-হাফে নূর মোহাম্মদ ও লেফ্ট-হাফে মাসুম ভাল খেলেন। রাইট আউটে সলিম ও লেফ্ট আউটে আব্বাস নৈপুণ্য অটুট রাখিয়াছেন সলিমের 'ফর্ম' এবার অতি উঁচুদরের। যাহাহউক, এদিনের খেলায় মোহামেডান ২—০ গোলে জয়লাভ করে। এই খেলার খেলোয়াড়গণ :— ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ; নাসিম, নূর মোহাম্মদ ও মাসুম; সেলিম, রহিম, ছোট রশীদ, রহমত ও আব্বাস।

১১ই মে কালীঘাট টীমের সঙ্গে মোহামেডান স্পোর্টিংএর দ্বিতীয় খেলা হয়। এই খেলায় মোহামেডান ৬—০ গোলে জয়লাভ করে। কালী-ঘাট দল এবার খুব পুষ্ট বলিয়া সকলের ধারণা ছিল। কারণ তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষ ও বর্ম্মা ছানিয়া প্লেয়ার সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই জন্য খেলাটী খুব প্রতিযোগিতামূলক হইবে এই আশায় ক্যালকাটা মাঠে বিপুল জন-সমাগম হয়। এই খেলায় আব্বাস ২, রহীম ২, রহমত ১,

ওসমান, শাফী ও জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ, নূর-মোহাম্মদ ও মাসুম, সেলিম, রহীম, সাবু, রহমত ও আব্বাস।

১৩ই মে ভবানীপুরের সঙ্গে মোহামেডান দলের তৃতীয় খেলা হয়। এই খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং নিতান্ত মন্দভাগ্যবশতঃ ভবানীপুরের সঙ্গে ড্র করিয়া সর্ব্বপ্রথম পয়েন্ট নষ্ট করে। কারণ যেরূপ খেলা হয় তাহাতে তাহাদের জয়ী হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত ছিল। তাহাদের বিপক্ষ—দ্বিতীয় ডিভিসন হইতে সন্ত-উঠা ভবানীপুর দল মোহামেডান স্পোর্টিংএর পূর্ব্বতন বিখ্যাত হাফ-ব্যাক আকীল আহমদকে পাইয়া অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, এই খেলায় ভবানীপুর প্রথম গোল করে। গোল খাইবার তিন মিনিট পরেই আব্বাস গোলটী পরিশোধ করায় খেলাটী ড্র হয়। মোহামেডান দল :—ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ, নূর-মোহাম্মদ ও মাসুম, সেলিম, হাবিব, সাবু, রহমত ও আব্বাস।

১৫ই মে ডালহৌসীর সঙ্গে মোহামেডান দলের চতুর্থ খেলা হয়। এই খেলায় শফী, জুম্মা খাঁ, নূর-মোহাম্মদ, আব্বাস ও রহীমকেত নামান হয়ই নাই, অধিকন্তু ছোট রশীদ ও নাসিমকেও খেলিতে দেখা যায় নাই। ইহার ফলে টিমটী যারপরনাই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, খেলা আরম্ভে দুই মিনিটপরেই ডালহৌসী একটী গোল করে। বিশ্রামের পর সলিম এই গোলটী পরিশোধ করায় খেলাটী ড্র হয়। মোহামেডান দল :—ওসমান, হাবিব ও বাচ্চি খাঁ, সামম, মহীউদ্দীন ও মাসুম, সলিম, সাত্তার, সাবু, রহমৎ ও হুদা।

১৭ই মে এরিয়ান্সের সহিত মোহামেডান দলের ৫ম খেলা হয়। এই খেলায় মোহামেডান দল ৫—০ গোলে জয়ী হয়।

আন্তরিকতা থাকিলে মোহামেডান স্পোর্টিং দল যে অসাধ্যসাধন করিতে পারে, ইতোপূর্ব্বে এই টীমটী তাহা বহুবার প্রমাণিত করিয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। তাঁহারা পুরা টীম নামান। ফলে অভীপ্সীত ফল লাভ হইয়াছে। মোহামেডান স্পোর্টিং দল এরিয়ান্সকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে।

খেলা আরম্ভের পর বার মিনিটে প্রথম গোল হয়। আব্বাসের পাস ধরিয়া ছোট রশীদ এই গোল করেন। রহমৎ ২য় গোল করেন—বিশ্রামের দুই মিনিট পরে পুনরায় ছোট রশীদ এক গোল করেন। নূর মোহাম্মদ প্রায় ৩০ গজ দূর হইতে জোর এক শট করিয়া দলের চতুর্থ গোল করেন। খেলা শেষ হইবার দুই মিনিট পূর্ব্বে আব্বাস কোণাকুণি এক শট করিয়া দলের পঞ্চম ও শেষ গোল করেন।

মোহামেডান স্পোর্টিং:—ওসমান, শফি ও জুম্মা খাঁ, মহীউদ্দিন, নূর মোহাম্মদ ও মাসুম; সলিম, রহীম, ছোট রশীদ, রহমৎ, ও আব্বাস।

১৯শে মে তারিখে ক্যামেরোনিয়ান সৈনিক দলের সঙ্গে মোহামেডান দলের ৬ষ্ঠ খেলা হয়। এই খেলা ১—১ গোলে ড্র হয়। ক্যামেরোনিয়ন দলই মোহামেডান দলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই জন্য খেলা দেখিবার জন্য বহু লোক-সমাগম হয়। এই দিন রহমৎ যে খেলা দেখান তাহা বহু দিন মনে রাখিবার মত। খেলার ২১ মিনিটের সময় রহমৎ এক চমৎকার শটে প্রথম গোল করেন। এই গোলের পর এক মিনিট অতিবাহিত হইতে না হইতেই সৈনিকদল গোলটী পরিশোধ করে। সৈনিকদলের ফরোয়ার্ড প্লেয়ারের নিকট হইতে বল কাড়িয়া লইয়া শফী বল ক্লিয়ার করিবার জন্য কিক্ করেন! কিন্তু বল প্লেয়ারের গায়ে লাগিয়া 'রি বাউণ্ড' হইয়া গোলে প্রবেশ করে।

মোহামেডান দল:—ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ, মহীউদ্দীন, নূর-মোহাম্মদ, মাসুম, সেলিম, ছোট রশীদ, সাবু, রহমৎ ও আব্বাস।

২২শে মে মোহন বাগানের সহিত মোহামেডান স্পোর্টিংএর ৭ম খেলা হয়। এই খেলাটী চ্যারিটী হিসাবে খেলা হয়। খেলায় মোহামেডান দল

একটী দুর্ঘটনা ব্যতীত খেলা বেশ ত্রুটীশূন্য হইয়াছিল। বিশ্রাম সময়ের পরে প্রায় ১০ মিনিট খেলা চলারপর মোহামেডান-গোলের সম্মুখে দেব একটী বিপজ্জনক বল লইয়া অগ্রসর হন। ওসমান বলের গতি নষ্ট করিয়া দিবার জন্য দূর হইতে তাঁর "বডি থ্রো" করিয়া বল উড়াইয়া দেন, কিন্তু দেব ওসমানের সে প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হন। তাঁর পায়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে ও 'সিনবোন' ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁকে এম্বুলেন্সে করিয়া হাসপাতালে পাঠান হয়।

ভারত-সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষ্যে যে দুইটি চ্যারিটি ম্যাচ খেলা হইবে বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল, মোহামেডান স্পোর্টিং বনাম মোহনবাগানের লীগ-ম্যাচ তাহারই অন্যতম। এই চ্যারিটি ম্যাচের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় টাকা হাসপাতালে আতুরদের সেবার জন্য ব্যয়িত হইবে।

এই খেলায় অনারেবল মিঃ ফজললুল হক, খান বাহাদুর অজিলুল হক এবং সন্তোষের মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। খেলার শেষে সন্তোষের মহারাজার সভাপতিত্বে "করোনেশন এনেক্স হস্‌পিট্যাল চ্যালেঞ্জ কাপ" মোহামেডান দলকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল।

মোহামেডান স্পোর্টিং :—

ওছমান; শফি ও জুম্মা খাঁ; মহীউদ্দিন, নূরমোহাম্মদ ও মাসুম; সেলিম, রহিম, ছোটরশীদ, রহমৎ ও আব্বাছ;

২৪শে মে তারিখে ইষ্ট বেঙ্গলের সহিত মোহামেডান দলের ৮ম খেলা হয়। মোহামেডান দল ২—০ গোলে জয় লাভ করে।

চ্যাম্পিয়ন দল তাহাদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখিয়াছে। দুই গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজিত করিয়া তাহারা আরো দুইটী পয়েন্ট লাভ করে।

প্রথমার্দ্ধে কোন গোল হয় না।

বিশ্রাম সময়ের পর সেলিম একেবারে গোলের মুখে বল পাঠাইয়া দেন,

সেলিমের একটী চমৎকার সেণ্টার, বাচ্চি ছুটিয়া আসিয়া পলকের মধ্যে গোলে ঢুকাইয়া দেন—(২—০), ইহাতে ২য় গোল হয়।

মোহামেডান স্পোর্টিং:—

ওছমান; শফি ও জুম্মা খাঁ; মহীউদ্দীন; নূরমোহাম্মদ ও মাসুম; সেলিম রহীম; বাচ্চি রশীদ (ছোট) ও আব্বাস।

২৭শে মে তারিখে ই, বি, আরএর সহিত মোহামেডান দলের ৯ম খেলা হয়।

এই খেলায় ডালহৌসী মাঠে চ্যাম্পিয়ান দল তাহাদের 'সক্ টীম' ই, বি, রেল দলকে ১ গোলে পরাজিত করিয়াছে।

মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের এই দিনকার খেলা পরিচালনায় রেফারী বলাই চ্যাটার্জ্জি যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহাকে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা পরিচালনার ভার দেওয়া কোন মতেই আর সমীচীন নহে ইহাই প্রত্যেক নিরপেক্ষ দর্শকের অভিমত।

খেলা আট মিনিট চলিবার পর আব্বাস কর্ণার কিক করিয়া বলটী গোলের সম্মুখে সুন্দরভাবে নিক্ষেপ করিলে, বাচ্চি খাঁ 'হেড' করিয়া গোল করেন।

ইহার পর চ্যাম্পিয়ন দল খেলায় বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু রেফারী পক্ষপাত- মূলক খেলা পরিচালনার জন্য চ্যাম্পিয়ন দল বার বার বাধা প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই শেষ পর্য্যন্ত চ্যাম্পিয়ন দল আর কোন গোল দিতে পারে নাই।

মোহামেডান স্পোর্টিং—ওসমান, শফি ও জুম্মা খাঁ, নাছিম, নূর মোহাম্মদ, মাসুম, সেলিম, রহিম বাচ্চি খাঁ, রসিদ ও আব্বাস।

১লা জুন ক্যালকাটার সঙ্গে মোহামেডান স্পোর্টিংএর ১০ম খেলা হয়।

খেলাটী এ বৎসরের লীগ খেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাওয়ার যোগ্য, কারণ এত প্রতিযোগিতামূলক খেলা খুব কমই দেখা গিয়াছে। দুই দলই প্রাণপণ করিয়া খেলিয়াছে। মোহামেডান স্পোর্টিং প্রথম গোল খায়। কিন্তু তিন মিনিটের মধ্যে তাহা পরিশোধ করে। তাহার পর বিশ্রামের পরে চ্যাম্পিয়ন দল দ্বিতীয় গোল খায়, কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার দুই মিনিট পূর্ব্বে তাহা শোধ করিয়া দেয়। গোল দুইটী শোধ করেন রহিম ও আব্বাস।

মোহামেডান স্পোর্টিং :—ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ, নাসিম, নূর-মোহাম্মদ ও মাসুম, সেলিম, রহিম, সাবু, রহমৎ ও আব্বাস।

৬ঠা জুন কে, ও, এস, বি, সৈনিকদলের সহিত মোহামেডন স্পোর্টিংএর ১১শ খেলা হয়।

এই দিন চ্যাম্পিয়ান দল বিজয়-গৌরবের সহিত তাহাদের লীগ খেলার প্রথমার্দ্ধ শেষ করিয়াছে। কে, ও, এস, বি, খেলার মধ্যে অন্যায়রূপ গুণ্ডামী করিয়া চ্যাম্পিয়ান দলের কয়েকজন খেলোয়াড়কে গুরুতররূপে জখম করা সত্বেও চ্যাম্পিয়ান দল ৪—১ গোলে জয়ী হইয়া তাহাদের লীগ-বিজয়ের যাত্রা-পথ যথেষ্ট সুগম করিয়াছে।

খেলা আরম্ভ হওয়ার দ্বিতীয় মিনিটে সাবু প্রথম গোল করেন। ইহার পর ৪র্থ মিনিটে সৈনিক দল গোলটী শোধ করে। মোহামেডান দল গোলটী খাওয়ায় যেন ভীমরুলের চাকে ঘা পড়িল। রহমৎ দশম মিনিটে আর একটী গোল করে। বিশ্রামের পরও সৈনিক-দুর্গ অবরুদ্ধ হয় এবং প্রথম মিনিটে সেলিম এবং ত্রয়োদশ মিনিটে সাবু একটি করিয়া গোল দেন।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় সৈনিক দলের রক্ষণ ভাগের একটী খেলোয়াড় রহীমের মুখের উপর জোর এক মুষ্ট্যাঘাত করেন; রহীম রুমাল বাঁধিয়া

দেখা যায় নাই। খেলার শেষে রহীম ক্যালকাটা তাঁবুতে অকস্মাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তাঁর 'ব্রেন-কন্‌কশন' হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসকেরা অনুমান করেন এবং কিছুক্ষণ প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর তাঁহাকে হাঁসপাতাল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মোহামেডান স্পোর্টিং :—ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ, নূর-মোহাম্মদ ও মাসুম, সেলিম, রহীম, সাবু, রহমৎ ও আব্বাস।

৫ই জুন বাছাই ভারতীয় দল বনাম বাছাই ইউরোপীয় দলের মধ্যে যে আন্তর্জ্জাতিক চ্যারিটী ম্যাচ হয় তাহাতে বাছাই ভারতীয় দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৫ জনই মোহামেডান স্পোর্টিং টীম হইতে নির্ব্বাচিত হয়। এই নির্ব্বাচন এ বৎসরও মোহামেডান দলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মোহামেডান দল হইতে জুম্মা খাঁ, নূর-মোহাম্মদ, রহীম, রহমৎ, ও আব্বাস এই ৫ জন প্লেয়ার এই খেলায় নির্ব্বাচিত হন। খেলায় ভারতীয় দল ১—০ গোলে জয়লাভ করে। মোহামেডান স্পোর্টিংএর রহমতই শেষ মূহর্ত্তে একটী গোল দিয়া আন্তর্জ্জাতিক খেলায় ভারতীয় দলকে বিজয়-গৌরবের অধিকারী করেন।

৯ই জুন লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং কাষ্টমাসের সহিত খেলিয়া তাহাদের লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম খেলায় ১—০ গোলে জয়লাভ করিয়াছে।

বিশ্রামের পর আব্বাসের এক চমৎকার 'পাস' হইতে রহীম এক তীব্র শটে কাষ্টমসের গোলকীপার জার্ডিনকে পরাজিত করিয়া গোল করেন।

এই দিনের খেলায় নূর মোহাম্মদ অসুস্থতার জন্য খেলিতে নামেন নাই। তাঁর স্থলে মহীউদ্দীন খেলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর খেলা আশানুরূপ হয় নাই।

মোহামেডান স্পোর্টিং :—ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ, নাসিম, মহীউদ্দিন,

১১ই জুন ইষ্ট বেঙ্গলের সহিত মোহামেডান স্পোর্টিং লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের দ্বিতীয় খেলায় ৪—২ গোলে পরাজিত হয়।

লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান দল ইষ্টবেঙ্গলের নিকট তাহাদের লীগের খেলায় এই প্রথম পরাজিত হইয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের সহিত খেলিয়া তাহারা পরাজিত হইতে পারে, কিন্তু ৪—২ গোলে পরাজয়, একটু অস্বাভাবিকই হইয়াছে। চ্যাম্পিয়ন দল লীগের খেলায় কাহারো নিকট পরাজিত হয় নাই। কাজেই এত অধিক গোলে পরাজিত হইবে, একথা কোন কল্পনা বিলাসীও ভাবিতে পারেন নাই।

মোহামেডান স্পোর্টিংএর পরাজয়ের অন্যতম কারণ রেফারী ডানকানের ত্রুটীপূর্ণ ক্রীড়া পরিচালনা। মোহামেডানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটী অন্যায়ভাবে দেওয়া হইয়াছে।

ঐদিনের অন্যতম দুর্ঘটনা, ইষ্টবেঙ্গলের গোলকীপার পদ্ম ব্যানার্জ্জির সহিত ধাক্কা লাগিয়া রহমত জখম হন। তাঁর পায়ে গুরুতর আঘাত লাগার ফলে তাঁকে মাঠের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি আর খেলায় নামিতে পারেন নাই।

খেলা দারুণ প্রতিযোগিতামূলক হইয়াছিল। এত উৎসাহ উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা এ বৎসর আর কোন খেলায়ই দেখা যায় নাই।

খেলা আরম্ভের হুইসল বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মোহামেডান দল বাতাসের প্রতিকূলে উত্তর বিভাগ রক্ষা করিয়া খেলিতে থাকে। খেলা ২০ মিনিট চলার পর লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথম গোল করেন (১-০)। ইহার দুই মিনিট পরে মুর্গেশ একটী বল লইয়া গোলে মারেন, বল আটকাইবার জন্য ওসমান গোলের প্রায় একহাত বাহিরে আসেন, কিন্তু বল তাঁর পায়ের ভিতর হইতে গলিয়া একটু পিছনে সরিয়া যায়, কিন্তু গোল লাইন স্পর্শ করে নাই, তথাপি রেফারী উহা গোল বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। খেলার ২৭

প্রসাদ অফসাইড থাকায় ওসমান ও জুম্মা বল ধরিতে চেষ্টা করেন না কিন্তু রেফারী উহা অফসাইড না দিয়া গোল বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। রেফারীর কার্য্যের ফলে মোহামেডান দল একটু ঘাবরাইয়া যায় এবং বিশ্রাম সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন গোল করিতে পারে না। (৩—০)

বিশ্রাম সময়ের পরে খেলা আরম্ভ হইলে রহমত পি, ব্যানার্জ্জীকে সম্পূর্ণ পরাস্থ করিয়া ১৮ মিনিটের সময় দলের প্রথম গোল করেন (৩—১)। এই সময় পি, ব্যানার্জ্জীর সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় রহমৎ আহত হন। তাঁর পায়ে গুরুতর আঘাত লাগায় তাঁকে মাঠ হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। ২৩ মিনিটের সময় মুরগেশ দলের চতুর্থ ও শেষ গোল করেন (৪—১)। ইহার পরের মিনিটেই আব্বাসের এক সুন্দর সেণ্টার হইতে রহীম পদ্ম ব্যনার্জ্জীকে সম্পূর্ণ পরাস্থ করিয়া দলের দ্বিতীয় গোল করেন। মোহামেডান দল আর একটী গোল করিয়াছিল কিন্তু তাহা অফসাইড বলিয়া অগ্রাহ্য করা হয়। শেষ কয়েক মিনিট মোহামেডান দলইষ্টবেঙ্গলকে অত্যন্ত চাপিয়া রাখিয়াছিল ও তাহাদের নিজস্ব ফর্‌মে খেলিয়াছিল কিন্তু সময় না থাকায় আর কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মোহামেডান স্পোর্টিং:—ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ, নাসিম, নূর-মোহাম্মদ ও মাসুম, সেলিম, রহিম, সাবু, রহমত ও আব্বাস।

বিগত ১১ই জুন শুক্রবার ইষ্টবেঙ্গলের সহিত মোহামেডান স্পোর্টিংএর যে খেলা ছিল তাহাতে নানারূপ ষড়যন্ত্র ও হীনতামূলক উপায়ে মোহামেডান স্পোর্টিংকে যখন হারাইয়া দেওয়া হইল তখন অমুসলিম "ভদ্রলোকগণ" এবং আই, এফ, এর, কর্ম্মকর্ত্তাগণ আনন্দে এত অধীর হইয়া উঠিলেন যে, তাহারা সকল প্রকার মাত্রাজ্ঞানই হারাইয়া বসিলেন এবং তাহাতে তাহাদের এতদিনের সযত্ন রক্ষিত স্পোর্টিং স্পিরিট (sporting spirit)

শোচনীয় সাম্প্রদায়িকতার সেই নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া মুসলিম সমাজ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই শিহরিয়া উঠিলেন।

এই খেলা দেখার জন্য কম বেশী ৫০ হাজার দর্শক ক্যালকাটা-গ্রাউণ্ডের ঘেরার মধ্যে ও বাহিরে সমবেত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই দর্শক-দিগের মধ্যকার একশ্রেণীর লোক মোহামেডান স্পোর্টিং দলের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে, রেফারীর পক্ষপাতমূলক ব্যবহারে এবং একশ্রেণীর অমুসলমান দর্শকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও গালাগালিতে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া ওঠেন। পক্ষান্তরে লীগ-চ্যাম্পিয়ন দলের পরাজয়দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘকাল হইতে বিশেষভাবে ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে সব অমুসলমান ভদ্রলোক, ইষ্টবেঙ্গল দলের অসাধারণ সাফল্যদর্শনে তাঁহারাও নিজেদের সংযম ও ভদ্রতা সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া বসেন এবং প্রকাশ্যভাবে মুসলমান খেলোয়াড় ও মুসলমান জাতি সম্বন্ধে যে-সব সুমধুর বিশ্লেষণ ও চরম ভদ্রতাসম্মত সম্ভাষণ প্রয়োগ করিতে থাকেন তাহাতে মৃত ব্যক্তিও উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। ফলে এই দুই দল দর্শকের মধ্যে সময় সময় বচসা গালাগালি, হাতাহাতি ও ছাতাছাতি আরম্ভ হইয়া যায়।

অমুসলিম দর্শকের মানসিকতাতো এই; কিন্তু আই, এফ, এর অমুসলিম নিরপেক্ষ (?) কর্ত্তৃপক্ষের যে-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেল তাহা আরও শোচনীয়। খেলার পরদিন অর্থাৎ ১২ই জুন ষ্টেট্‌স-ম্যান, আনন্দবাজার প্রভৃতি অমুসলিম পত্রিকাগুলি "মুসলমান জনতার বর্ব্বর আচরণে"র কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া বলিলেন যে রহমতের বড় ভাই মোহামেডান স্পোর্টিংএর অন্যতম প্লেয়ার হাবিব ইষ্টবেঙ্গলের একজন মেম্বার আহত রহমতকে যখন ধরিতে যান তখন সেই মেম্বরকে পদাঘাত করিয়াছেন এবং মুসলমান দর্শকদের ছুরীর আঘাতে কয়েকজন হিন্দু দর্শক আহত হইয়াছে। কোন কোন অমুসলিম কাগজের স্পর্দ্ধার

বিভিন্ন হাসপাতালে ছোটখাটো আঘাতের চিকিৎসা করিবার কাহিনীও প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু সেই দিন মাঠে উপস্থিত সমস্ত পুলিশ কনেষ্টবল ও সার্জ্জেন্টদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এবং কলিকাতার সমস্ত থানা ও হাসপাতালে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল ছোরামারা ও আহত হওয়ার সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর ইষ্টবেঙ্গলের মেম্বারকে যিনি সামান্য পদাঘাত করিয়াছিলেন তিনি হাবিব নহেন—সাত্তার। সাত্তার ও রহমৎ উভয়েই বাঙ্গালোরের লোক এবং তথায় একই টীমের খেলোয়াড়। মনে রাখিতে হইবে, ইষ্টবেঙ্গলের গোলকীপার এই পি, ব্যানার্জ্জি শুধু রহমৎকেই এরূপভাবে আহত করেন নাই—গত বৎসর ইনিই ভারতের শ্রেষ্ঠতম ফুটবল খেলোয়াড় সামাদকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিয়া তাহার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া দেন। এই গোলকীপারটীর এই সব আক্রমণ হইতে ইহাই মনে হয়—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান প্লেয়ারদিগকে এইরূপভাবে আহত করিয়া খেলার মাঠ হইতে বিদায় করাই যেন তাহার একমাত্র লক্ষ্য। লেফট্ইন্ রহমতেরও পা ভাঙ্গিয়া দিয়া ইষ্টবেঙ্গল দল তাহার খেলোয়াড় ও সাংসারীক জীবন চিরতরে নষ্ট করিয়া দিল মনে করিয়া যদি তাহার কোন চির সুহৃদ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং সেই মূহূর্ত্তে আহতকারী ইষ্টবেঙ্গল দলের কোন লোক রহমৎকে ধরিতে আসিলে তাহাকে মায়া-কান্না মনে করিয়া সেই লোকটীকে পদাঘাত করিয়া বসেন তবে তাহা কতটুকু কঠোর শাস্তিযোগ্য, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা বিচার্য্য। আর একটী কথা। সেইদিন সাত্তার মোহামেডান দলের খেলোয়াড় নহেন—তিনি দর্শক মাত্র। যাহা হউক, এই অবস্থার ভিতর আই, এফ, এ, তাড়াতাড়ি এক সভা আহ্বান করিয়া অমুসলিম পত্রিকা প্রচারিত মিথ্যা গুজবের উপর নির্ভর করিয়া এবং কোনরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ না

এবং মিঃ এস, এম, ব্যানার্জ্জির প্রাস্তবনায় এবং মিঃ সুশীল সেনের সমর্থনে এক প্রস্তাব আনা হইল যে আই, এফ, এর লীগ খেলা হইতে মোহামেডান স্পোর্টিংকে বাহির করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু তাহাদের হইতে কথঞ্চিৎ স্থিরবুদ্ধি কয়েকজন ইংরাজ সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যখন বোঝা গেল যে এরূপ বিনা দোষে ও বিনা কারণে মোহামেডান স্পোর্টিংকে বাহির করিয়া দিলে সুবিধা হইবে না তখন সেই মেসার্স এস, এন, ব্যানার্জ্জি, সুশীল সেন প্রভৃতিকে নিয়াই মোহামেডান স্পোর্টিংএর আচরণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এবং প্রত্যেক খেলার দিন মুসলমানদের প্রত্যেক খুটিনাটি দোষ-ত্রুটী লক্ষ্য করিবার জন্য এক সাব কমিটি গঠণ করা হইল এবং সিদ্ধান্ত হইল যে এই সব খেলায় সামান্য খুৎ পাইলেই মোহামেডান স্পোর্টিংকে সাসপেণ্ড্ করা হইবে। ইহাতেই শেষ হইল না। আই, এফ, এ আরও প্রস্তাব করিল যে মোহামেডান স্পোর্টিংএর প্রত্যেক খেলার দিন মোহামেডান স্পোর্টিংএর সদস্যগণের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক লইয়া স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে মোহামেডান স্পোর্টিংএর ব্যাজ পরিধান করিয়া খেলার সময় সর্ব্বত্র পাহাড়া দিতে হইবে। মোহামেডান স্পোর্টিং এবং সমগ্র মুসলিম সমাজের পক্ষে ঘোর অপমানজনক এই সর্ত্ত দিয়া আই, এফ, এ মনে করিয়াছিল, তাহাদের এই চোখ রাঙানীতেই মুসলমানগণ ভরকাইয়া যাইয়া তাহাদের পায়ে লুটাইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহাদের মনে রাখা উচিত, চোখ রাঙানীতে ভয় পাইবার মত নাবালক অবস্থা মুসলমান সমাজ বহু পূর্ব্বেই পার হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আত্মসম্মানজ্ঞানী প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় মোহামেডান দল এই সকল হীনতাজনক সর্ত্তাধীনে খেলিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল—এমন কি স্বেচ্ছাসেবক

করিল। ফলে এই এক দিনের ঠেলার চোটেই আই, এফ, এ, ইন্‌কোয়ারী সাব কমিটী এবং স্বেচ্ছাসেবক সর্ত্ত উঠাইয়া নিল। কিন্তু হাবিব সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিল না।

ইতিমধ্যে ১৪ই জুন সোমবার কালীঘাটের সঙ্গে মোহামেডান স্পোর্টিংএর খেলা ছিল। কিন্তু নিরীহ (?) হিন্দু খেলোয়াড়দলকে মুসলমান "গুণ্ডাদের" হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না করিলে মোহামেডান দলের সঙ্গে তাহারা খেলিতে অস্বীকৃত এই অজুহাতে ১৪ই জুনের খেলা আই, এফ, এ, বন্ধ করিয়া দেয় এবং পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তগুলি মোহামেডান স্পোর্টিং দলের উপর আরোপ করে। কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিং যখন সকল সর্ত্তই অস্বীকার করিয়া বসিল তখন হিন্দুদিগকে রক্ষার পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা ব্যতীতই আই, এফ, এ, হিন্দু ভদ্রলোকদের অন্যতম নিরীহ (?) টীম ভবানীপুরের সঙ্গে ১৭ই জুন মোহামেডানের খেলা দিয়া দিল। কিন্তু বীরের বাচ্চা মোহামেডান স্পোর্টিং আই, এফ, এ, কর্ত্তৃক হাবিবের অন্যায় সাস্‌পেন্‌শন্ না উঠাইয়া নেওয়া পর্য্যন্ত ভবানীপুরের সঙ্গে খেলিতে অস্বীকার করিল। এইরূপে মোহামেডানের আর এক গুতা খাইয়া আই, এফ, এর মাথা এবার বেশ একটু ঠাণ্ডা হইল। শেষ পর্য্যন্তও যখন মোহামেডান দল খেলিতে স্বীকৃত হইল না তখন আই, এফ, এর, সভা ডাকিবার সময় না পাইয়া বাধ্য হইয়া আই, এফ, এর, সভাপতি মহারাজা সন্তোষ নিজের বিশেষ ক্ষমতা বলে এই দিনের খেলা বন্ধ রাখিলেন।

তারপর ২০শে জুন ডালহৌসির সঙ্গে মোহামেডান দলের যখন খেলা পড়ে সেদিন বাধ্য হইয়া আই, এফ, এ, মোহামেডান দলের সঙ্গে আপোষ করিয়া তাহাদিগকে খেলার মাঠে নামান।

কয়েকদিন খেলা স্থগিত থাকার পর ১৯শে জুন আবার চ্যাম্পিয়ন দল

করিয়া তাহারা আবার তাহাদের বিজয়-গৌরবের পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েকদিন বিশ্রামলাভের পর চ্যাম্পিয়ন দল বিপুল উৎসাহভরে খেলিতে থাকে এবং তাহারা প্রথম হইতে শেষাবধি বিপক্ষ দলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখে। এই খেলায় হায়দরাবাদ হইতে নবাগত শমশের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড খেলেন। তাহার খেলার ধরণ দেখিয়া মনে হয় তাহার ভিতর প্রতিভা আছে। এই দিনের খেলার ২টী গোলই সাবু করেন।

মোহামেডান স্পোর্টিং :—ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ, নূর-মোহম্মদ ও মাসুম, সলিম, রহিম, সাবু, শমশের ও আব্বাস।

ক্যালকাটার মাঠে বিপুল জনতার সম্মুখে লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিংদল ২১শে জুন এরিয়ান্সদলকে ২—১ গোলে পরাজিত করিয়া তাহাদের বিজয়-যাত্রার পথে সসম্মানে অগ্রসর হইয়াছেন। আক্রমন বিভাগে রহিমকে বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে খেলিতে দেখা যায়—তিনিই দুইটা গোল করেন।

মোহামেডান স্পোর্টিং :—ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ, নূর-মোহম্মদ ও মাসুম, সালিম, রহিম, শামশের, সাবু ও ছোট রশীদ।

লীগ-বিজয়ের পথে আবার মোহামেডান স্পোর্টিং দলের জয়যাত্রা শুরু হইল। ভাগ্য বলে নয়, কোনরূপ সুবিধা পাইয়াও নয়,—ভিজা মাঠে এবং শেতাঙ্গ রেফারীর সযত্ন পক্ষপাতিত্বকে ভ্রুকুটী দেখাইয়া চ্যাম্পিয়নদল ২৪শে জুন লীগের শীর্ষস্থান অধিকারকারী ক্যামেরোনিয়ান দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করিয়া স্থানচ্যুত করিয়াছে। শেষ গোলটী খেলা শেষের বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে হয় বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা হয়।

ক্যামেরোনিয়ানসের সহিত মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার ফলাফলের

হইবে। এই জন্য মাঠে ঐ দিন এত জনসমাগম হইয়াছিল যে, মাঠের মধ্যে তিলমাত্র স্থান খালি ছিল না।

মোহামেডান স্পোর্টিং দল গত কয়েক দিন নৈরাশ্যজনক খেলিতেছিল, কিন্তু এই খেলায় তাহাদের খেলা খুলিয়া যায় এবং তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফিরিয়া পায়। এই দিনের খেলায় দলের প্রয়োজনীয় গোলটী রহিমই করেন।

মোহামেডান স্পোর্টিং :—ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ, নূর-মোহম্মদ ও মাসুম, সলিম, রহিম, শমশের, সাবু ও আব্বাস।

সকল উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের অবসান করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ টীম মোহা-মেডান স্পোর্টিং চতুর্থবারের জন্য লীগ জয়ের পথে সদর্প পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে। ২৬শে জুন কে, ও, এস, বিকে ১—০ গোলে পরাজিত করিয়া তাহারা লীগ-টেবলের এমন স্থানে দাঁড়াইয়াছেন যেখানে পৌঁছান অন্য কোন টীমের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। ইহার উপর আরো সুবিধা হইল ক্যালকাটার নিকট ক্যামেরোনিয়ান দলের পরাজয়ে।

মোহামেডান স্পোর্টিং ইতিপূর্ব্বে পরপর তিনবার লীগ জয় করিয়া ভারতের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, ভারতের ক্রীড়া জগতের জন্য গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছেন। এবার চতুর্থবারের জন্য লীগ জয় করিলে তাঁহারা ভারতের লীগ খেলার রেকর্ড ভঙ্গ করিবেন। কারণ কি সিভিল কি মিলিটারী, কোন টীমই এ-পর্য্যন্ত পরপর চারিবার লীগ-চ্যাম্পিয়ন হইতে পারে নাই। অন্যের পক্ষে যাহা সম্ভব হয় নাই, মোহামেডান দল কর্তৃক তাহা যদি সম্ভাবিত হয় তাহা হইলে শুধু মুসলমান কেন সমগ্র ভারত তাহাতে গৌরবান্বিত হইবে।

জলকাদা পূর্ণ ডালহৌসী মাঠে চ্যাম্পিয়ন দল ঐদিন কে, ও, এস, বি, দলের সহিত খেলিতে নামে। চ্যাম্পিয়ন দলের একমাত্র সলিম ব্যতীত

কর্দ্দমাক্ত উভয় প্রকার মাঠেই সমান দক্ষ খেলোয়াড় সে কথা বার বার প্রমাণ করিয়াছেন। এই খেলায়ও সে কথা আবার প্রমাণ করিলেন।

মোহামেডান স্পোর্টিং ঃ—ওসমান, শফী ও জুম্মা খাঁ; বাচ্চি খাঁ, নূর-মোহম্মদ ও মাসুম, সলিম, রহিম, শামশের খাঁ, সাবু ও আব্বাস।

গত ২৯শে জুন মোহামেডান স্পোর্টিং কালীঘাটের সঙ্গে খেলিয়া একটী পয়েণ্ট নষ্ট করিয়াছে। রেফারীর ত্রুটীপূর্ণ ক্রীড়া পরিচালনের জন্য মোহামেডান স্পোর্টিংএর খেলোয়াড়গণ একটু দমিয়া যায় এবং তাহারই ফলে তাহাদিগকে একটী পয়েণ্ট ছাড়িয়া দিতে হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৯ম মিনিটে রহীম মোহামেডান দলের গোলটী করেন। ইহার ছয় মিনিট পর কালীঘাট তাহা শোধ করে। ইহার পরে আর কোন গোল হয় না।

মোহামেডান স্পোর্টিং ঃ—ওসমান; শফী ও জুম্মা খাঁ; মহিউদ্দীন, নূর মোহাম্মদ ও মাসুম; সলিম, রহীম, বাচ্চি খাঁ, শমশের ও আব্বাস।

১লা জুলাই মোহামেডানের সঙ্গে ই, বি, আরএর খেলা হয়। মোহা-মেডান দল ২—১ গোলে জয় লাভ করে।

কাষ্টমস্ দলের সহিত মোহামেডান দলের যে প্রথম খেলা হয় তাহাতে মহিউদ্দীন "ক্লীয়ারেন্স" না নিয়াই মোহামেডান দলে খেলেন। সেজন্য কাষ্টমস্ দল আই, এফ, এর নিকট প্রতিবাদ করায় সেই খেলাটী পুনর্ব্বার দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত মোহামেডান দলের ১৮টী খেলা হইয়াছে এবং ২৯ পয়েণ্ট পাইয়াছে। তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভবাণীপুর দল ২০ খেলায় ২৮ পয়েণ্ট এবং ক্যামেরনীয়ানস্ ২০ খেলায় ২৬ পয়েণ্ট পাইয়াছে। তাহাদের মাত্র দুই খেলা বাকী আর মোহা-মেডানের ৪ খেলা বাকী। কাজেই এবারও মোহামেডান দলের লীগ জয় প্রায় নিশ্চিত।